ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 February, 2021 ■ আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৩০ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজধানী বদলে হল তেজস এক্সপ্রেস, ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে যাবে আগরতলা-দিল্লি

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এক্সপ্রেস ট্রেন রাজধানী এক্সপ্রেস এখন তেজস এক্সপ্রেস-এ রূপান্তরিত হচ্ছে। আরো আধুনিক এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ-কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তেজস এক্সপ্রেস আগামী ১৫ ফেঁরুয়ারি থেকে আগরতলা-দিল্লি রুটে যাতায়াত করবে। শুক্রবার রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক টুইট বার্তায় এই ঘোষণা দিয়েছেন। তাতে অত্যন্ত আনন্দিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অতীতের প্রসঙ্গ টেনে এনে টুইট বার্তায় দাবি করেন, দিল্লি এখন আর দূরে নয়।

প্রসঙ্গত, সারা দেশেই রাজধানী এবং শতাব্দী এক্সপ্রেস রূপান্তরিত হচ্ছে তেজস এক্সপ্রেস-এ। বর্তমানে দেশে ২৪টি শতাব্দী এবং ২৩ জোড়া রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে। এখন ওই ট্রেন বদলে তেজস এক্সপ্রেস যাতায়াত করবে। তবে, তেজস এক্সপ্রেস বেসরকারি মালিকানাধীন পরিচালিত হবে। তাতে, আরও উন্নত যাত্রী পরিষেবা মিলবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আজ রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক টুইট বার্তায় বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুবিধাজনক ভ্রমণকে প্রভাবিত করে রেল। আগরতলা রাজধানী বিশেষ ট্রেন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশেষ তেজাস ধরণের স্লিপার কোচ নিয়ে যাতায়াত করবে। তাতে, জাতীয় রাজধানী দিল্লির সাথে আরও উন্নত যোগাযোগের সুযোগ মিলবে এবং মানুষের কাছে মনোরম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দেওয়া যাবে।

রেলমন্ত্রীর ঘোষণায় অত্যন্ত আনন্দিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব পাল্টা টুইট করে বলেন, অতীতের দিনগুলি ভীষণ মনে পড়ছে যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল পূর্বতন সরকারের বঞ্চনার শিকার হয়েছে এবং দিল্লি-র সাথে আমাদের বিভাজন সৃষ্টি করেছে। এই নতুন ট্রেন মানুষের যোগাযোগ এবং উন্নয়নের জন্য পথ উন্মুক্ত করবে, আশাবাদী তিনি।

বিশালগড়ে গাছ পড়ে শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গাছ পড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। তার নাম মোস্তাক আলি বাবা শিকেন্দর আলি। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে প্রভুরামপুর ২ নং ওয়ার্ডের সুশান্ত সাহার বাড়িতে। গাছ কাটার পর চেরাই করার কাজে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি।

দুটি গাছ কাটার পর তৃতীয় গাছটি কাটার পর গাছটি তার ওপর পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায় হাসপাতাল সূত্রে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। বিশালগড় থেকে অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা রক্তাক্ত অবস্থায় মোস্তাক আলী(৪৫)কে হাসপাতালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না ভারতীয় ভূখণ্ড কংগ্রেসের অভিযোগের পাল্টা জবাব দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারি।। চিনের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না ভারতের জমি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তোলা অভিযোগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়ে এ কথা জানাল কেন্দ্র। ওই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলেও দাবি করা হয় বিবৃতিতে।

শুক্রবার সকালে রাহুল গান্ধী প্রশ্ন তোলেন, এত দিন ফিঙ্গার ৪-এ ভারতীয় সেনা থাকত। কিন্তু রাজনাথ সিংহ বলেছেন, এ বার ভারতীয় সেনা সরে এসে ফিঙ্গার ৩-এ ঘাঁটি তৈরি করবে। কেন চিনকে ভারতীয় ভূখণ্ড এ ভাবে ছেড়ে দিচ্ছে মোদী সরকার। যদিও তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। সংসদে পাল্টা তিনি জানান, দু'দেশের ঐক্যমতেই সেনা সরানো হচ্ছে;কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি জানানো হয়েছে, যাঁরা সেনার উৎসর্গ এবং কৃতিত্বকে অস্বীকার করে, তারা এই প্রশ্ন তুলে আসলে সেনাদেরই অসম্মান করছেন। আরও জানানো হয়েছে, সমঝোতার ফলে চিনের হাতে ভারতের জমি তুলে দেওয়ার যে প্রশ্ন উঠছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ঘটনা নিয়ে একটা বিভ্রান্তিমূলক বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও দাবি করেছে কেন্দ্র।

যদিও কংগ্রেসের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নামে দেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে কেন্দ্র। এ নিয়ে রাহুলের পাশাপাশি কংগ্রেসের মুখপাত্র রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালাও মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা হচ্ছেন মল্লিকার্জুন

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গুলাম নবি আজাদের সাংসদ পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা হতে চলেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দলীয়স্তরে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

মল্লিকার্জুনেরও সংসদীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ উপস্থিতি রয়েছে। মল্লিকার্জুন একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। কাজ করেছেন রেলমন্ত্রী হিসেবে। সামলেছেন শ্রম মন্ত্রকের দায়িত্ব। কর্ণাটকের রাজনীতির পাশাপাশি জাতীয় রাজনীতিতেও তিনি এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাঁর কাঁধেই এ বার সংসদের উচ্চকক্ষের ভার তুলে দিতে চাইছে কংগ্রেস।

আশাকর্মীর সহায়তায় মানসিক আবসাদগ্রস্ত মহিলার সন্তান লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আশা কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের এই ভূমিকার জন্য এরাজ্যের প্রসূতি মায়েরা নানা সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। গোটা দেশে এই আশা কর্মীরা নিরলস ভাবে প্রতিটি জনপদে কাজ করে চলেছেন। রাজ্যে আশাকর্মীগণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার উত্তর পদ্মবিলের আশাকর্মী বেবী দাস সম্পতি মানসিক ভারসাম্যহীন অন্ত:সত্বা ৩০ বছরের সিপন মালাকার এর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখলেন।

মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন সিপন মালাকার কোনও ভাবে কারোর দ্বারা অন্ত:স্বত্তা হয়। একসময় তার অন্ত:স্বত্তা হওয়ার বিষয়টি অনেকেরই নজরে আসে। পরবর্তীতে সিপন মালাকার উত্তর পদ্মবিলের বালিছড়ায় দিদির বাড়িতে মাথা গোজার আশ্রয় পায়। তবে প্রাক্ প্রসব ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য তথা বিবেক পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক জহর রায় এর মাতা বাসনা রায় শুক্রবার সকালে খয়েরপুরস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বেশ কিছু দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র ও এক কণ্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব, পাশাপাশি ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস ইউনিয়ন শোক প্রকাশ করেছে।

এডিসি ভোটের প্রদ্যুতের দলের সাথে জোটের পথে আইএনপিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আইএনপিটি দল মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের গঠিত ত্রিপুরা মোথার সঙ্গে আতাত গঠন করে আসন্ন ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শুক্রবার দলের শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে জোট গঠন নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আইএনপিটি দল শুক্রবার আতাত গঠন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

শুক্রবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আইএনপিটি''র কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন ভাতা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের সব চা বাগানের স্টাফ ও সাব স্টাফদের বেতন ভাতা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আজ শ্রম কমিশনারের অফিসে শ্রম কমিশনার ডা. নরেশ বাবু এন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা আজ এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান, চা বাগানের স্টাফ এবং সাব স্টাফদের বেতন ভাতার বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মেয়াদ ২০১৯ সালের ৩০ নভেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছিল। সারা বিশ্বের সাথে আমাদের রাজ্যেও করোনা অতিমারির জন্য চুক্তির মেয়াদ শেষের পর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করা সম্ভব হয়নি। আজ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিভিন্ন চা বাগানের মালিক প্রতিনিধি, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে আলোচনার পর চা বাগানের স্টাফ এবং সাব স্টাফদের বেতন ভাতা ১৭ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে এখন পর্যন্ত ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি ধরে তাদের বেতন ভাতার বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। ২০২২ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে তিন কিস্তিতে তাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। বৈঠকে চা উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানিকলাল দাস, বোর্ড অফ ডিরেক্টর সমীর ঘোষও উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান জানান, করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও চা বাগানের স্টাফ এবং সাব স্টাফদের বেতন ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য। চা উন্নয়ন নিগম চা বাগানের শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ধর্ষণ ও প্রতারণার দায়ে যুবকর ১২ বছর সশ্রম কারাদন্ড, ৬০ হাজার টাকা জরিমানা

আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং পরবর্তী সময়ে বিয়ে-তে অস্বীকারের অভিযোগে ধর্ষণ ও প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত যুবক-কে আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারায় ১২ বছর এবং ৪১৭ ধারায় ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে। পাশাপাশি ৬০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করেছে। আদালতের নির্দেশ, জরিমানার অর্থ নির্যাতিতার সন্তানের নামে জাতীয় ব্যাঙ্ক-এ ৫ বছরের জন্য ফিক্সড জমা করতে হবে। এছাড়া, ত্রিপুরা সরকারের ওমেন ভিকটিম কম্পেন্সেশন স্কিম-র অধীন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এপিপি অরবিন্দ দেব এই মামলা সম্পর্কে বলেন, ২০১৩ সালের ঘটনায় এখন গিয়ে অভিযোগকারিণী বিচার পেয়েছে। তিনি বলেন, আমতলী থানাধীন এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব পাল পাড়ার একটি মেয়ের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ক্রমেই তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং ওই মেয়ে গর্ববতী হয়ে যায়। অরবিন্দ বাবু জানান, গর্ববতী হওয়ার পর সঞ্জীব-কে তার প্রেমিকা বিয়ের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু সঞ্জীব ওই মেয়ে-কে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। তাতে, আমতলী থানায় একটি মামলা হয়। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে ওই মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে ছিল।

তিনি বলেন, ২০১৫ সালের ২৬ জুন পুলিশ তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর। অরবিন্দবাবু বলেন, অভিযোগকারিণী এরই মধ্যে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এদিকে, আদালতে ১১ জনের সাক্ষী গ্রহণ করে হয়েছে। ওই মামলায় মোট চার জন অভিযুক্ত ছিলেন। প্রমাণের অভাবে তিনজন বেকসুর খালাস হয়ে গেছেন। তিনি জানান, গতকাল অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ধীমান দেববর্মা অভিযুক্ত সঞ্জীব পাল-কে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৬, ৪১৭ এবং ৫০৬ ধারায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ গিফট মিল্ক কর্মসূচির সূচনা করে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে। রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের জন্য বিভিন্ন উন্ননয়মূলক কর্মসূচি নিয়েছে সরকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উন্নয়ন কর্মসূচির সফলতাও আসতে শুরু করেছে। আজ মোহনপুর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিফট মিল্ক বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরা আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে ভালভাবে বেড়ে উঠে সেজন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ১৮০ মিলিমিটার দুধ বিনা পয়সায় বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গিফট মিল্ক কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই খোয়াই ও সিপাহীজলা জেলার দু'টি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে দুধ বিতরণ করা হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা সহ চারটি রাজ্যে এই প্রকল্পে দুধ বিতরণ করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিশুরা যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে তারজন্য নেশন্যাল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ফাউণ্ডেশন ফর নিউট্রিশন-র উদ্যোগে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। একটি শিশুর বড় হয়ে উঠার ক্ষেত্রে দুধের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বলেন, আগামীদিনে দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে তা ঠিক করবে ক্লাসরুম। তাই ক্লাসরুমের উপর রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি ছাত্রীদের ফিট থাকার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের অপুষ্টি দুর করার জন্যে রাজ্য সরকার নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা পূর্ব থানা এবং শ্রীনগর থানা এলাকায় দু''টি পৃথক পথদুর্ঘটনায় দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকালে আগরতলা থেকে মহেশখলা যাওয়ার পথে একটি স্কুটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেড্ডা চৌমুহনী এলাকায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে স্কুটি চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্কুটি চলকের নাম প্রসেনজিৎ আচার্য।তার বাড়ি অভয়নগর এলাকায়।দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দমকল বাহিনীকে খবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

একাধিক দাবীতে পুর নিগমে ডেপুটেশন দিল নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী খাদ্য ও কাজের দাবীতে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। তবে, ডেপুটেশনের আগে নারী সমিতির তরফে আগরতলা শহরে একটি মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে।

কাজ, খাদ্য, পানীয় জল, ভাতা প্রদান ,বেহাল রাস্তা ঘাটের সংস্কার, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুম প্রত্যাহার করা সহ আশু জরুরি সাত দফা দাবির ভিত্তিতে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহরে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দাসের নেতৃত্বে

প্রতিনিধি দল আগরতলা পৌর নিগমের কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। মিছিলটি সিপিআইএম সদর জেলা কমিটির অফিসের সামনে থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিটি সেন্টারে পুরো নিগমের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয়ের সামনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিগত সরকার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দোহাই দিয়ে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করে গেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের জনগণের সার্বিক কল্যাণে সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করছে তা সমাজে প্রতিফলিত করার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এরফলে রাজ্যের ব্যাপক অংশের জনগণও উপকৃত হবেন।

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ দ্বারা আয়োজিত সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচার বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে যুবক যুবতীগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ সামাজিক মাধ্যমের সঙ্গে জড়িত। সামাজিক মাধ্যমে রাজ্যের কল্যাণে গৃহীত মন্ত্রিসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি জনগণের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। সেই দিশায় যুব সমাজকে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে উন্নয়নে গতি এসেছে। রাজ্যে স্বরোজগারীর সংখ্যাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ ৭৫ শতাংশ বেড়েছে। এটা রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজেরই প্রতিফলন। তিনি বলেন, বিগত সরকার সব সময় কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দোহাই দিয়ে রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করে গেছে। ফলে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সব অংশের মানুষের রোজগার দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। রাজ্যের মানুষকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প ক্ষেত্রে মাঝারি, ক্ষুদ্র, ছোট শিল্প ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে রাজ্যে স্বরোজগারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দূর্ণীতি ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গণবন্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এনেছে। প্রচুর পরিমাণ ভুয়ো রেশনকার্ড বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে যে চাঁদাবাজির জলুম ছিল তাও বন্ধ করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনবিরোধী আখ্যা দিয়ে আগরতলায় মিছিল ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনস্বার্থের পরিপন্থি ঘোষণা দিয়ে আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির অফিসের সামনে থেকে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিলটি রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জমায়েতে মিলিত হয়।

মিছিলে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেটকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে বড় ব্যবসায়ী কর্পোরেট সংস্থা এবং ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার গরিব, শ্রমজীবী, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কোন অর্থসংস্থান রাখেনি। রেগা প্রকল্পে এবছর ৩৪ শতাংশ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

রেগা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসবে বলেও তারা মন্তব্য করেন। ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন গ্রামীণ এলাকার মানুষ রেগা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১২৫ ▫ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৩০ মাঘ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

নারীর ক্ষমতায়ন

রাজ্যে ধর্ষণ ,গৃহবধূ নির্যাতন এবং প্রতারণার ঘটনা দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশু হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত যৌন লালসার শিকার হইতেছে। এই ধরনের কার্যকলাপ ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের অধিকার অধিকার রক্ষা করিবার জন্য নানা আইনি সংস্থান থাকিলেও নারীদের অধিকার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জ এর বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র কিংবা পদ্ধতির প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধা সকল স্তরের নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা পরিলক্ষিত হইতেছে। এইসব ঘটনা যত বাড়িতেছে ততোই সমাজব্যবস্থা কলুষিত হইতেছে। সমাজব্যবস্থাকে কলুষমুক্ত করিবার জন্য সরকার ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সমাজব্যবস্থা ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে। নারীরা আজও ভোগপণ্যে পরিণত।আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদেরকে এখনো একমাত্র সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে হিসাবেই বহুলাংশে চিহ্নিত করা হইয়া থাকে।সংবিধানে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত থাকিলেও সেই অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছে না নারীরা। সেই কারণেই নতুন করিয়া মহিলা ক্ষমতায়নের প্রশ্ন উঠিয়াছে। গোটা দেশে এবং আমাদের রাজ্যে ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নারী সংগঠন রহিয়াছে। তাহারা নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য নানা স্লোগান তুলেলেও বাস্তবে এসব স্লোগান কতখানি বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে তাহার হিসাব নিকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। নারীদের সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষার জন্য যেসব আইনী সংস্থান রহিয়াছে সেসব আইনী ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ না করিবার ফলশ্রুতিতে নারীরা এখনো নানা অধিকার ভোগ করিতে পারিতেছেন না। নারীরা যতই নারী অধিকার সুনিশ্চিত করিবার জন্য স্লোগান তোলেন না কেন নারী-পুরুষ উভয়ই যদি তাহাদের অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন এবং সহমর্মিতা হন তাহলে অধিকার সুরক্ষা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। আমাদের দেশ রাজ্য ও সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা আজ যথেষ্ট শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার ক্ষমতা রাখেন। নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করিবার ফলেই এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন নারীরা।প্রকৃতপক্ষে নারীরা যত সচেতন হইবেন ততই তাহারা তাহাদের অধিকার ভোগ করিবার সুযোগ পাইবেন। এই জন্য নারীদের আরও সচেতন হওয়া জরুরী।নারী অধিকার সুরক্ষা করিবার জন্য শুধুমাত্র মিটিং-মিছিল এবং সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান চালালে বাস্তব সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ উন্মুক্ত হইবে না।একদিকে যেমন নারীদের সচেতন করিতে হইবে অন্যদিকে আইনে যেসব সংস্থা রহিয়াযছে সেইসব আইনি ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাইতে হইবে।প্রতিদিন নারীদের যেভাবে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত নারীদেরকে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করা যাইবে না ততদিন নারদেল বঞ্চনা অবহেলা নির্যাতন নিত্যদিনের সঙ্গী হইবে। এই মানসিকতা ত্যাগ করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের অধিকার ফিরিয়া পাইবে।

এই কথা অনস্বীকার্য যে শুধুমাত্র সংবিধানে নারীদের অধিকার বর্ণিত হইলে ই কিংবা আইন-কানুন প্রয়োগ করিলেই নারীদের অধিকার সুরক্ষিত হইতে পারে না। নারীদের অধিকার সুরক্ষা করিতে হইবে প্রয়োজন নারী-পুরুষ উভয়ের সমান মানসিকতা। সমাজ ব্যবস্থায় সাম্যতা ফিরাইতে হইলে নারী নির্যাতন ধর্ষণ শ্লীলতাহানিসহ নারীদের মর্যাদাহানিকর ব্যবস্থা গুলি সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষজনকে সচেতন হইতে হইবে। এটি অবশ্য খুব কঠিন কাজ নয়। এর জন্য চাই মানসিকতা এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তি। কোন কিছুকে চাপাইয়া দিয়া এই মহৎ কাজ কোনদিনই সফল হইতে পারে না।একথা মনে রাখিতে হইবে সমাজের প্রতিটি নারী মাতৃসম। মাতৃসম নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইলে শক্তি সাধনাও বৃথা হইয়া যাইবে।নারী শিক্ষা নারীদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই নারীরা তাহাদের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে।

কাঁচরাপাড়া-সহ কিছু স্টেশনে অবরোধ, হরতালের আংশিক প্রভাব বঙ্গে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বামেদের ডাকা হরতালের আংশিক প্রভাব লক্ষ্য করা গেল পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা মোটের উপর স্বাভাবিকই, সকাল থেকেই কলকাতায় বেসরকারি বাস, অটো, ট্যাক্সি স্বাভাবিক ছন্দেই চলেছে। মানুষও বেরিয়েছেন কাজে। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশনে সকালে ভিড় অন্যান্য দিনের মতোই দেখা গিয়েছে। কিন্তু, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেল অবরোধ করেছেন ধর্মঘটীরা। জেলায় বিভিন্ন রাজ্য ও জাতীয় সড়কও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

এদিন সকালে উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া রেল স্টেশনে রেল অবরোধ করেন হরতাল সমর্থকরা। ফলে ট্রেনে চলাচল বিপর্যস্ত হয়। আবার যাদবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করেন বাম সমর্থকরা, মিছিলও করা হয় যাদবপুরে। ডায়মন্ড হারবার সেকশনে ওভারহেড তারে কলাপাতা ফেলেন হরতাল সমর্থনকারীরা। ৭.৫০ থেকে ওই লাইনে স্তব্ধ হয় ট্রেন চলাচল। দক্ষিণ-পূর্ব রেল শাখায় ডোমজুড় স্টেশনে রেল অবরোধ করা হয়। আটকে যায় ডাউন আমতা-হাওড়া লোকাল। অশোকনগরে লেভেল ক্রসিংয়ের ২৬ নম্বর গেট অবরোধ করা হয়। বনগাঁ লাইনে ট্রেন চলাচল ৮.১৫ থেকে ব্যাহত হয়, পরে অশোকনগরে উঠে যায় রেল অবরোধ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রাণে হরতালের সমর্থনে মিছিল করেন বাম সমর্থকরা। উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরে ঘোষ পাড়া রোডে মিছিল বার করেন বামেরা। এদিন সকালে প্রায় জনশুন্য ছিল শিলিগুড়ি।

উল্লেখ্য, রাজ্যে নতুন শিল্প, বেকারদের চাকরি-সহ বেশ কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় বাম-কংগ্রেসের ১০টি ছাত্র ও যুব সংগঠন। এসএন ব্যানার্জি রোডে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে পুলিশের। আন্দোলনকারীরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। জলকামান এবং কাঁদানে গ্যাসও ব্যবহার করা হয়। বেধে যায় খণ্ডযুদ্ধ। লাঠির ঘায়ে কয়েক জন বিক্ষোভকারী আহত হন বলেও অভিযোগ। তার প্রতিবাদে শুক্রবার রাজ্য জুড়ে ১২ ঘন্টার হরতাল ডেকেছে বামেরা। সেই কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছে কংগ্রেস এবং আব্বাস সিদ্দিকির ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট।

বি আর সিং হাসপাতালের পাঁচতলা থেকে মরণঝাঁপ, মৃত্যু রেল কর্মীর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শিয়ালদহ স্টেশনের সন্নিকটে বি আর সিং হাসপাতালের জানলার কাচ ভেঙে পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন একজন রেল কর্মী। শুক্রবার ভোররাতের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম দিলীপ কুমার দে (৩৮)। তিনি সোনারপুরে বাসিন্দা। কয়েক দিন আগে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন দিলীপ। তার পরই তাঁকে বি আর সিং হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। ২-৩ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। শুক্রবার ভোররাত ২”টো নাগাদ হাসপাতালের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ মারেন ওই রেলকর্মী।

হাসপাতাল সূত্রের খবর, ভোররাতে ভারী কিছু পড়ার আওয়াজ শোনা যায়। তৎক্ষণাৎ ছুতে গিয়ে দেখা যায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বছর ৩৮-এর ওই ব্যক্তি। সঙ্কটজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ভোররাতে ঘটনাটা ঘটলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের ভোরে বিষয়টি জানান। হাসপাতাল থেকে কী ভাবে ঝাঁপ দিলেন ওই রেকর্মী, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অপরিকল্পিত উন্নয়ন উত্তরাখণ্ডে বিপর্যয়কে অবশ্যম্ভাবী করছে

নিত্যানন্দ ঘোষ

মাত্র আট বছরের ব্যবধানে দেবভূমি ফের প্রকৃতির রোধে। উত্তরাখণ্ডের গড়বাল অঞ্চলের চামেলি জেলায় গত রবিবার (৯/২/২১) বিপর্যয়ে ইতিমধ্যেই ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত নিখোঁজ প্রায় দুশোজন। এই তথ্য জানিয়েছে উত্তরাখণ্ডের স্টেট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার। ঋষিগঙ্গা নদীকে বেঁধে ন্যাশনাল থার্মাল প্যায়ার সেন্টার (এনটিপিসি) গড়বালের তপোবন-রেনি এলাকায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আলো পৌঁছে দিচ্ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হেতু হিমবাহের বরফগলা জলের তোড়ে সেই কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতির ভারসাম্য পাহাড়ি অঞ্চল ধ্বংস করার জন্যই কি এই বিপর্যয়? বিজ্ঞানীদের একাংশ দাবি করছেন, উত্তরখণ্ডে উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদকে নষ্ট করে যে ধ্বংসলীলা চলে তার জন্য বারে বারে বিপর্যয়ের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্মতত্ব্য, উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে ১৯৯১ সালে ভূমিকম্পের কারণে ৭৬৮ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল। ধ্বংস হয়েছিল বেশ কয়েক হাজার বাড়িঘর। এরপর কুমায়ুন অঞ্চলের পিথোরাগড় জেলার মালপাগ্রাম ১৯৯৮ সালে ধসের কারণে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছিল ২২৫ জনের। পরের বছরেই (১৯৯৯ সালে) চামোলিতে ভুকম্বে শতাধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং রুদ্রপ্রয়াগ জেলাও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই (২০১৩ সালে) দেবভূমিতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সেবার ৫৭০০ জনের বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। কেদারনাথ যাওয়ার রাস্তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। গৌরীকুণ্ড থেকে কেদারনাথ যায়ার রাস্তা ছিল ১৬ কিলোমিটার। সেই রাস্তা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। পরে উত্তরাখণ্ড প্রশাসনের তরফে নতুন রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয় তীর্থযাত্রীদের জন্য। সেটি প্রায় ২৪ কিলোমিটারের এবং কেদার যেতে সময়ও লাগে আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ। ধ্বংসের আঁচ অনুভব করেছিল কেদারের সঙ্গে অন্য তিন ধামও। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়াবহতাকেও বৃদ্ধি করে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। সে কারণেই উন্নয়নের সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের একটা ভারসাম্য জরুরি হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের অভিমত, উত্তরাখণ্ডের নদীর চারণভূমিতে (রিভার বেড) বাঁধ নির্মাণ করে তার গতিপথকে রুদ্ধ করা হয়েছে। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য রাস্তা প্রসারিত করার জন্য কেটে ফেলা হয়েছে কয়েক হাজার বৃক্ষ। ডিনামাইট প্রয়োগে পাহত্রাড় ভেঙে ব্যস্ততন্ত্রকে আরো ভঙ্গুর করা হয়েছে পরিবেশ হয়েছিল বিপন্ন।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যে এই মুহূর্তে রিভার ও বেসিন (নদী ও গভীর জলাশয়) এ ৪৩টি ছোট জলবিদ্যু? কেন্দ্র (মাইক্রো হাইডেল প্রজেক্ট) আছে। সব মিলিয়ে ২৫৯৪.৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। গঙ্গার উৎসমুখের পর থেকেই কয়েক কিলোমিটার পরপর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি গড়ে ওঠার কারণেই রিভার বেড ও বেসিন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। জলের স্বাভাবিক প্রবাহও বিঘ্নিত হয়েছে ও হচ্ছে। রাজ্য সরকার ২০০৫-১০ সালের মধ্যে উত্তরাখণ্ডে আরো এক ডজন হাইডেল প্রজেক্টের অনুমোদন দিয়েছিল। দেবভুমির ২০১৩ সালের মহাবিপর্যয়ের পর সমস্ত প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রে তখন ছিল সংযুক্ত প্রগতিশীল জোটের (ইউপিএ) সরকার। কিন্তু তার পরেই বছরেই (২০১৪ সাল) কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয় সংঘ-ঘনিষ্ঠ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) সরকার, যার নেতৃত্বে ছিলেন বা আছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, যে প্রজেক্টগুলি শুরুই হয়নি সেগুলি বন্ধ রাখা হবে। লিখিত নথি থেকে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী অফিস (পিএমও) এর ২০১৯-এর এক মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হযেছিল যে সাতটি প্রকল্প (প্রজেক্ট) যেগুলির ৫০ শতাংশের বেশি কাজ হয়ে গিয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ করা হবে এবং যে তিনটি প্রজেক্ট শুরু করেও তুলে নেওয়া হল তার জন্য উত্তরাখণ্ড সরকারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এ তথ্য জানা যাচ্ছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে।

সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তপোবন প্রজেক্টের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর এটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তপোবন বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রজেক্ট ৫২০ মেগ্যায়াটের যেটি এনটিপিসি করছিল। রবিবার বিপর্যয়ে ১৫০০ কোড্টি টাকার এই প্রজেক্টটির পরিণতিও ভবিষ্যৎ সুতোয় ঝুলছে। ইতিহাসের কী অমোঘ পরিণতি, পরিবেশকে অগ্রাহ্য করার জন্য বারে বারে এই অঞ্চলে ঘটে চলেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। অথচ কী আশ্চর্য, পরিবেশবিদ, পরিবেশকর্মীদের কাতর আবেদন উত্তরাখণ্ড সরকার, তা সে তেরঙ্গা ঝান্ডারই হোক কিংবা গেরুয়া ঝান্ডার, বারে বারে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরিবেশকর্মীরা বলেছেন পাহাড় ফাটিয়ে সড়ক নির্মাণ, বৃক্ষ কেটে সড়কের প্রসারণ বন্ধ করতে হবে। রিভার ও বেসিনের স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করে জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার বিরোধিতার তাঁরা করেছেন। এই রেনিগ্রামেই গাছ বাঁচাতে তিন দশক আগে গড়ে উঠেছিল চিপকো আন্দোলন। গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষ ও আটের দশকের আন্দোলনের এক পরিচিত নাম। গাছ বাঁচানোর জন্যই তিনি সমস্ত ভারতবাসীর কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। গাথ আলিঙ্গন করে গাছ, ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিলেন। যা চিপকো আন্দোলন নামে ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচিত। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রেও এই ধরনের আন্দোলন আগেপরে ঘটেছে। কিন্তু উন্নয়নের নামে বৃক্ষনিধন আজও বন্ধ হয়নি। দু'বছর আগে আমাজন বনাঞ্চলকে ধ্বংস করা হয়েছে। আগুন লাগিয়ে। খেদ আমেরিকাতে আগুন লাগিয়ে ট্রাম্প জমানায় বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে।

কর্পোরেটদের হাতে দেশীয় সম্পদ তুলে দেওয়ার অছিলায় দেশে দেশে বৃক্ষ, গুল্ম ও অন্যান্য গাছ সমৃদ্ধ ও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়েছে, আজও হচ্ছে। আমাদের দেশের নিমমগিরি (ওড়িষায় অবস্থিত) ছত্তিশগড় কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগানো হযেছে, উত্তরাখণ্ডের বনাঞ্চলে। সবই করা হয়েছে ও হচ্ছে কর্পোরেটদের স্বার্থে। বনাঞ্চল আইনে আদিবাসীদের বসবাসের অধিকার স্বীকৃত। অথচ আদিবাসীদের উৎখাতের চেষ্টা হয়েছে বারেবারে। এই আদিবাসীরাই নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে বনাঞ্চল রক্ষা করেন, আইনে তাঁদের সেখানে থাকার বসবাসের কথা বলাও আছে। তৎসত্ত্বেও তাঁদের উৎখাত করা হয়, উৎখাত হতে হয়।

হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর যাকে ইংরেজিতে বলে ফ্রাজাইল। ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রে পাথর, নুড়ি, কাঁকর ও মাটি আলগাভাবে লেগে থাকে। যেটুকু মাটি থাকে তার মধ্যেই ছোট ছোট গাছ জন্মায়, যেখানে মাটি কিছুটা জমাটবদ্ধ সেখানে বৃক্ষরাজির সমাবেশ ঘটে। আর এই ক্ষুদ্র বৃহৎ গাছগাছালি দিয়েই তৈরি হয় বনানী। সেই বনানীতে এককোষী থেকে বহুকোষী হয়ে অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সমাবেশে তৈরি হয় জীববৈচিত্র্য। গড়ে ওঠে এক একটি অঞ্চল ও বাস্থান ভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র---পাহাড়ে, নদীতে, সমতলে, মালভূমিতে, সমুদ্রে। মাটি, জল, বায়ু, বরফ সমন্বয়েই গড়ে ওঠে এক এক অঞ্চল ও বাসস্থান ভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র। পাহাড় বাস্তুতন্ত্র অত্যন্ত ভঙ্গুর। সে কারণেই পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য হিমালয়ে প্রায়শই ঘটে চলেছে ধ্বংসলীলা। ভূমিকম্প তুষার ঝড় বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, হিমালয়ের বরফ গলে যাওয়া ইত্যাদি কারণেই ঘটে হিমালয়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস। যার ফলে হিম জলের স্রোতে প্রবল বেগে ধাবমান হয় ভঙ্গুর হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রে পাথর, নুড়ি, কাঁকর, গাছগাছালি (উৎপাটিত)। নদীর জলস্ফীতি, জলের প্রবল বেগে গতিপথে থাকা বাড়ি, ঘরদোর, জীবজন্তু, মানুষ ভেসে যায়, হারিয়ে যায়। যেমনটি ঘটেছে ৭ ফেব্রুয়ারি যোশীমঠে, তপোবন-রেনি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে।

বিশ্বা উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ গলে যাওযার নিয়ে দু'ধরনের চিন্তার প্রতিফলন (স্কুল অব থটস) দেখা যায়। একদল বলেন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলেই হিমবাহ গলে যাচ্ছে। অন্যদল বলছেন, প্রকৃতির নিজসব কিছু নিয়ম। বা রীতি আছে, যার ফলে হিমবাহ গলে যায়। দেখা যায় পৃথিবী কোনো এক প্রান্তের হিমবাহ গলে গেল, অন্যপ্রান্তে হিমবাহে আরো প্রচুর বরফ জমে গেল। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি) প্রথম স্কুল অফ থটসের প্রবক্তা। আইপিসিসি বলেছিল, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অতিরেই বাংলাদেশ ও সুন্দরবন জলের তলায় চলে যাবে। সে সময়ের মধ্যে চলে যাবে বলে তারা বলেছিল সেই সময় অতিক্রান্ত কিন্তু বাংলাদেশ ও সুন্দরবন ভূপৃষ্ঠের ওপরেই আছে। সুতারং আইপিসিসি'র বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, বেশ কিছু সংবাদপত্রে লেখা হল হিমমাহে ফাটল, মেঘ ভাঙা বৃষ্টি ইত্যাদি কারণে রবিবারের বিপর্যয় ঘটেছে। বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ওফর নির্ভর না করে এসব লিখে দেওয়া হল । এমনকী স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে যা ধরা পড়েছে সেই তথ্যের কথা জানার চেষ্টাও হল না লিখে দেওয়া হল জোশীমঠের উত্তরে নন্দাদেবী হিমবাহের একাংশ ভেঙে গিয়েই বিপত্তি। বলা হল মেঘপুঞ্জ বেহে প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টি আবহবিদরা যাতে বলেন ক্লাউডপ্লাস্ট, তার কারণেই ঋষিগঙ্গায় বিপর্যয় ও তপোবন টানের কাদাজল ঢুকে যাওয়া। দেরাদুনের ওয়াদিয়ার ভূতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী সন্তোষকুমার রাই একটি ইংরেজি দৈনিক এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, জোশীমঠের বন্যা ক্ষণস্থায়ী জমা হওয়া তুষারের হঠাৎ এই পতনকে পরিভাষায় বলা হয় অ্যাভালান্স। রুরকি-র ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং ও ইন্ডিয়ান ইনস্টির্টিউট অব সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা, যারা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত জানিয়েছেন---স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে ডাটা পর্যালোচনায় জানা যাচ্ছে, ঋষিগঙ্গা নদী ও সংলগ্ন অঞ্চলের হিমবাহে প্রান্তে (৫৬০০ মিটার) উচ্চতা থেকে ক্ষণস্থায়ীভাবে জমা বরফটাই ভেঙে পড়েছে সাড়ে ১৪ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে যার ফলে প্রবল বেগে ধাবমান বন্যার জল সৃষ্টি হয়েছে পাথর, কাঁকর, নুড়ি, মাটির সংমিশ্রণ। এতেই বিপত্তি ও বিপর্যয় ঘটেছে। সুতরাং জোশীমঠের বিপর্যয় হিমবাহের গলে যাওয়ার নয়, হিমবাহের পাটল/বিস্ফোরণজনিত কারণের জন্যও নয়। ভঙ্গুর হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্রে জলবায়ু রূপভেদের জন্য বা হিমালয় অঞ্চলে জলবায়ুর দিক পরিবর্তনের জন্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অবসর ভাতায় দৃষ্টান্ত

সুতীর্থ চক্রবর্তী

কল্যাণকামী রাষ্ট্র সবসময় সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করবে, এটাই অভিপ্রেত। সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রে কাজ করার অর্থই হল, সরকারের যে কোনও কাজই পরিচালিত হবে সাধারণ মানুষের বালর কথা চিন্তা করে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে তক্‌মা যাদের মেলে, তাদের কাজের তালিকায় শিশু, প্রতিবন্ধী, বেকার, পীড়িতদের জন্য নানা প্রকল্প ছাড়াও বয়স্কদের ভাতার বিষয়টি থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড নিজেকে কল্যাণকর রাষ্ট্র ঘোষণার পর যে যে কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবশ্যই দেশের সব বয়স্কের জন্য পেনশন প্রকল্প।

ভোটের উত্তাপের মধ্যে পেশ হওয়া এবারের রাজ্য বাজেট যে সব বয়স্ক মানুষের জন্য পেনশন চালু হয়ে যাবে, তা কল্পনাতীত ছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি নিজেকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে যে পথে হাঁটতে সক্ষম হয়েছে, সেই রাস্তায় যে আমরা ও হাঁটতে পারব তা এতদিন ভাবা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা ১০ কোটির বেশি। ইউরোপের বহু দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি নয়। এইরকম একটি জনবহুল অঙ্গরাজ্যে সব বয়স্কর পেনশনের মতো যুগান্তকারী প্রকল্প গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারলেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বয়স্কদের পেনশন একেবারেই নতুন নয়। জয় জোহার ও তফসিলি বন্ধু প্রকল্পে রাজ্যের সমস্ত তপশিলি জাতিভূক্ত এবং আদিবাসী বয়স্ক মানুষ পেনশন পেয়ে থাকেন। সেই পেনশন প্রাপকদের সংখ্যাটও কম নয়। তা ৬০ লক্ষের বেশি। এবার তাঁদের সঙ্গে জুড়ে গেলেন অন্য সম্প্রদায়ের বয়স্কাও। সবমিলিয়ে যে সংখ্যা ২-৩ কোটি হতে পারে। বয়স্কদের পেনশনের বিষয়টি এখনও কোন ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবতে দেখা যায়নি। গত ৭০ বছরে রাজ্যগুলিতেও অসংখ্য সরকার তৈরি হয়েছে। কিন্তু দেশের কোনও অঙ্গরাজ্যে এতদিন কোনও সরকার এইরকম একটি প্রকল্প চালু কথা ভাবতে পারেনি। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেটে এমন একটা সময় এই রকম একটি প্রকল্পের কথা ভেবেছেন, যখন সামনে শুধু বিধানসভা ভোটই নয়, করোনা অতিমারীর ফলে এক বিরাট আর্থিক মন্দার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা। করোনা ও লকডাউনের জেরে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। এই জায়গা থেকে বারবার দাবি উঠেছে, এমন কোনও সরকারি প্রকল্প গ্রহণ করা হোক যার মাধ্যমে সরাসরি মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে বয়স্কদের পেনশন যে একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রকল্প তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। বাজেটে পরবর্তী ব্যাখ্যায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, তারা আর্থিক মন্দার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বারংবার কেইন্‌সীয় অর্থনীতির তত্ত্ব আঁকড়ে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কর্ণপাত করেনি। বিশ্বের বহু বরণ্যে অর্থনীতিবিদই লকডাউন পর্বের গোড়া থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন চাহিদা বাড়াতে গরিব মানুষের হাতে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিতে। কেন্দ্র অবশ্য এখনও পর্যন্ত সেই পথে হাঁটেনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ধ্রুপদী অর্থত্যাত্ত্বিকদের পথ ধরে সামগ্রিক জোগন বাড়ানোর রাস্তায় রয়েছেন। কেইন্‌সীয় তত্ত্বে মন্দা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ বাতলানো হয়েছিল সামগ্রিক চাহিদা বাড়িয়ে। ১৯৩৬ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ জেনারেল থিওরি -তে কেইন্‌স একটি মডেল হাজির করে বলেছিলেন, কীভাবে স্বল্পমেয়াদে চাহিদা বাড়িয়ে মন্দার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কেইন্‌সের মতো, চটজলদি মজুরির হার কমিয়ে ও দামের পরিবর্তন করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যায় না। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য কেইন্‌স মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে ধ্যেয়ার কথা বলেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সে সময় সরকারগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দরকারে মাটি কেটে গর্ত বানিয়ে সেই গর্ত বোজানোর কাজ করে মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে হবে। একথায় অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়াতে দরকারে বিনা কাজেই সরকারকে মানুষের হাতে টাকা পৌঁছে দিতে হবে। রাজ্যের বাজেটে সেই কেইন্‌সীর পথেই হাঁটার একটা চেষ্টা রয়েছে। এই পথে হেঁটে বর্তমান মন্দা থেকে কতটা স্বস্তি মিলবে, তা সময়ই বলবে। তবে রাজ্য বাজেটে সরকার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে, তাতে বল ।হয়েছে, রাজ্যে জিডিপি বৃদ্ধির হার গত এক বছরে ২.৭ শতাংশ। দেশে যেখানে ৭.৭ শতাংশ আর্থিক সংকোটন ঘটছে, সেখানে রাজ্যের আর্থিখ বৃদ্ধি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিওয়াইএফ-এর ৫৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গাসহ সংখ্যালঘুদের নির্যাতন নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের উদ্বেগ

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১২।। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন, বৈষম্য ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে,তাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ।

শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারি) জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে মিয়ানমারে সমস্যার কারণে উদ্ভূত মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এক বিশেষ সেশনে বাংলাদেশের প থেকে রাষ্ট্রদূত মো. মোস্তাফিজুর রহমান এই বক্তব্য পেশ করেন।

বাংলাদেশের প থেকে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়াসহ কফি আনানের নেতৃত্বে গঠিত রাখাইন কমিশন রিপোর্টের পূর্ণ বাস্তবায়ন এই সমস্যার সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো চরম নির্যাতনের বিচার ও দায়বদ্ধতা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বক্তব্যে জানানো হয়, বাংলাদেশে অবস্থিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এছাড়া, মানবাধিকার ও মানবিক সমস্যার টেকসই সমাধানের জন্য প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে বলে আশা করে বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া গঠনমূলকভাবে সংযুক্ত হওয়া।

বক্তব্যে আরও বলা হয়, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রচার করে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সমুন্নত থাকবে বলে বাংলাদেশ আশা করে। মিয়ানমারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা শুধু ওই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গোটা অঞ্চলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আশাকরা হচ্ছে আজকের বিশেষ অধিবেশন শেষে একটি রেজুলেশন গ্রহণ করা হবে।

ভারতে টিকাকরণ ৭৫-লক্ষের উর্দ্ধে ৮৭ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৫,৪৪৭ জনের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ফের দৈনিক মৃত্যু ১০০-র নীচে চলে এল, দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যাও ১০ হাজারের নীচে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯ হাজার ৩০৯ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৮৭ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫ হাজারেরও বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,৮৯,২৩০ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯,৩০৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৬০৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৮৫৮ জন। ৮৭ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫, ৪৪৭ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,৮৯, ২৩০ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯২৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬,৬৩৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৭৫ লক্ষ ০৫ হাজার ০১০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৯৬ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ২০.৪৭-কোটির উর্দ্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৯৭.৩২ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ৭.৬৫-লক্ষ মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২০.৪৭-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭, ৬৫,৯৪৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,৪৭,৮৯,৭৮৪-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে করোনা-পরিস্থিতি এখন অনেকটাই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৮৫৮ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৩২ শতাংশ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৫৫,৪৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ০৫,৮৯,২৩০ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৩৫,৯২৬ জন করোনা-রোগী (১.২৫ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ৬,৬৩৬ জন।

মরুরাজ্য কাঁপল ভূমিকম্পে, বিকানের-এ ৪.৩ তীব্রতার কম্পাঙ্ক

জয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মরুরাজ্য রাজস্থান। শুক্রবার সকালে ৪.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজস্থানের বিকানের জেলায়, বিকানের থেকে ৪২০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। সকাল ৮.০১ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। সাতসকালে বহু মানুষ মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন টের পেয়েছেন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৮.০১ মিনিট নাগাদ ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় রাজস্থানের বিকানের থেকে ৪২০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২৯০ কিলোমিটার গভীরে ছিল উপকেন্দ্র, ৩০.১০ অক্ষাংশ এবং ৬৯.৭০ দ্রাঘিমাংশ। মৃদু তীব্রতার ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

বনধে মিশ্র প্রভাব, কোথাও কোথাও অশান্তি

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বন্‌ধের মিশ্র প্রভাব দেখা গিয়েছে। শিয়ালদহ দক্ষিণ, মেইন ও কর্ড লাইনে রেল পরিষেবা ব্যাহত হলেও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হাওড়া স্টেশনে।

একাধিক বাম ছাত্র—যুব সংগঠনের নবান্ন অভিযানকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধে এস এন ব্যানার্জি রোড। নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার কাণ্ড এবং পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে আজ, শুক্রবার রাজ্যজুড়ে ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ ডেকেছে বামেরা। সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া এই বন্‌ধকে সমর্থন করেছে কংগ্রেস ও আব্বাস সিদ্দিকীর দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)।

কলকাতার আশপাশে বন্‌ধের মিশ্র প্রভাব চোখে পড়েছে। এদিন সকাল থেকে ধর্মতলার মোড়ে সামান্য কম ব্যস্ততা চোখে পড়ে। যানবাহনও কম দেখা যায়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও স্বাভাবিক হচ্ছে। হাজরা মোড়, রাসবিহারীতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। যাদবপুর এইটবি থেকে মিছিল করে সিপিএম। এদিকে, উল্টোডাঙায় বন্‌ধের সমর্থনে রাস্তায় বসে পড়েন বন্‌ধ সমর্থনকারীরা। চলে ফুটবল খেলাও। লেকটাউনে কালিন্দি—যশোহর রোড অবরোধ করে বামেরা। পরে পুলিশ এসে সেই অবরোধ হটিয়ে দেয়।

যাদবপুর, ধর্মতলা, রাসবিহারী—সহ কলকাতার আশপাশে বন্‌ধের প্রভাব তেমন চোখে না পড়লেও উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় কমবেশি প্রভাব ফেলেছে বামেদের ১২ ঘণ্টার এই বন্‌ধ। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ বারাসতের চাঁপাডালি মোড়ে বন্‌ধকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তা অবরোধ ঘিরে সমস্যার সূত্রপাত। অভিযোগ, জোর করে সরকারি বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেন বন্‌ধ সমর্থনকারীরা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে। এদিন বারাসতের অধিকাংশ দোকানপাট খোলেনি। বারাসত শহরে কিছুটা হলেও বন্‌ধের প্রভাব পড়েছে। মিছিল করে খোলা দোকানপাট বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বাম—কংগ্রেস কর্মী—সমর্থকরা। দিঘা---বারাসত রুটে হেলমেট পরে বাস চালাতে দেখা যায় চালকদের।

সক্রিয় রোগী ১,৮১৫, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৬১৪

হায়দরাবাদ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও একজন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ১৪৩ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৭৭ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ২,৯২,৮৪৮ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একজনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ১, ৬১৪ জনের প্রাণ।

শুক্রবার তেলেঙ্গানায় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত একজনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪৩ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১৫২ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,৮১৫ এবং সুস্থ হয়েছেন ২,৯২,৮৪৮ জন।

ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্র : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নরেন্দ্র মোদী সরকার বদ্ধপরিকর ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যসভায় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। একইসঙ্গে কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের উদ্দেশে অনুরাগ ঠাকুরের প্রশ্ন, "মান্ডি এবং নূন্যতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে কোথাও লেখা রয়েছে?"

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে শুক্রবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'এবারের বাজেট নতুন ভারত, শক্তিশালী ভারত এবং আত্মনির্ভর ভারত গড়ার জন্য নতুন আশার কিরণ। এই বাজেট অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন পাওয়ার হাউসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' এরপরই কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের উদ্দেশে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'আমি কংগ্রেস এবং বিরোধী নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, কোথায় লেখা আছে যে মান্ডি এবং ন্যূনতম সমর্থন মূল্য ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

আরও মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): লাগাতার বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যঊ কমছে না, বরং প্রতিদিনই পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছেঊ কলকাতায় শুক্রবার ২৮ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ ঊর্ধমুখী ডিজেলের দামওঊ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়েছে ৩৫ পয়সাঊ ২৮ পয়সা বেড়ে কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম বেড়ে হল ৮৯.৪৪ টাকা এবং ডিজেলের দাম বেড়ে হল ৮১.৯৬ টাকাঊ শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য রাজ্যেওঊ রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৮৮.১৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ৭৮.৩৮ টাকা প্রতি লিটারঊ দিল্লিতে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.২৯ পয়সা এবং ডিজেল ০.৩৫ পয়সা। পাশাপাশি মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৯৪.৬৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৫.৩২ টাকা প্রতি লিটারঊ এখানেই শেষ নয়, চেন্নাইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৯০.৪৪ টাকা প্রতি লিটার এবং ৮৩.৫২ টাকা প্রতি লিটার। পেট্রোল-ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় মাথায় মধ্যবিত্তের। সাধারণ মানুষদের কথায়, "লাগাতার বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম, এভাবে কতদিন জীবন অতিবাহিত করবো আমরা।" বাড়ছে তো বাড়ছেই। পেট্রোল-ডিজেলের দাম ক্রমশই আকাশছোঁয়াঊ এই মূল্যবৃদ্ধিতে আম জনতার চোখে জল।

মোদী একজন কাপুরুষ, সেনার ত্যাগের অবমাননা করেছেন : রাহুল

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে "কাপুরুষ" আখ্যা দিয়ে আরও তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সকালে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন কাপুরুষ, যিনি চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি সেনার ত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কমিটির সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেন, 'দেশের ভূখণ্ডকে সুরক্ষিত রাখা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। তিনি কীভাবে করবেন সেটা তাঁর সমস্যা, আমার নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন কাপুরুষ, যিনি চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন না। সেনাবাহিনীর ত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমাননা করছেন তিনি। এমনটা করার অধিকার কারও নেই।' পূর্ব লাদাখে "বর্তমান পরিস্থিতি" নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ওই বিবৃতি প্রসঙ্গে শুক্রবার রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ফিঙ্গার ৪ পর্যন্ত আমাদের ভূখণ্ড, এখন আমাদের ফিঙ্গার ৪ থেকে ফিঙ্গার ৩ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে সেনাকে, ফিঙ্গার ৩ থেকে ফিঙ্গার ৪ পর্যন্ত ভারতের পবিত্র জমি চিনকে দিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।' রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি বলেছেন, 'ভারতের ভূখণ্ড চিনকে কে দিয়েছে, তা জানার জন্য নিজের দাদুকে (জওহরলাল নেহেরু) জিজ্ঞাসা করতে পারেন তিনি। তবেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন। কে দেশপ্রেমিক এবং কে নয়, তা জনগণই ঠিক করবে।'

বড় জনসভার বদলে মানুষের কাছে যেতে শাহের নিদান নিয়ে আলোচনা বিজেপি-তে

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বড় জনসভার ওপর জোর না দিয়ে বদলে ছোট ছোট সভার মাধ্যমে মানুষের কাছে যাওয়ার নিদান দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর পরামর্শের রূপায়ন নিয়ে আলোচনা চলছে রাজ্য বিজেপি-তে।

বিজেপি সূত্রের খবর, এ যাত্রায় মূলত তিনটি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন অমিত ১। রথযাত্রা কর্মসূচিতে বেশি বেশি জায়গায় ছোট ছোট সমাবেশ করতে হবে। আরও বেশি করে শহর বা গ্রামের ভিতরে 'পরিবর্তন যাত্রা' নিয়ে ঢুকতে হবে। মাঝে মাঝেই রথ থামিয়ে ওই ছোট ছোট সভা করতে হবে। ২। ভোটারদের দরজায় দরজায় পৌঁছতে হবে। মানুষকে সমাবেশে নিয়ে আসার পরিবর্তে মানুষের আরও কাছে গিয়ে ছোট ছোট সভা করতে হবে। অমিতের বক্তব্য ছিল, একটি বড় সভার আয়োজনের জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতি নিতে হয়, সেই একই সময় ও প্রস্তুতিতে অনেকগুলি ছোট সভা করা সম্ভব। তা অনেক বেশি কার্যকরও হবে। ৩। শুধু রাজ্যনেতাদের নিয়ে কর্মসূচি করলে চলবে না। বুথ স্তরের কর্মীদেরও রথযাত্রা কর্মসূচিতে কাজে লাগাতে হবে। তাঁদের উপরেও দায়িত্ব দিতে হবে। দলে যাঁরা নতুন এসেছেন, তাঁদেরও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিতে হবে। দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীকে সামিল করতে হবে এই কর্মসূচিতে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি দিলীপ বলেন, "অমিত শা বেশি করে মানুষের কাছে যেতে বলেছেন এটা ঠিক। কিন্তু তার আগে থেকেই রাজ্য বিজেপি 'গৃহসম্পর্ক অভিযান' কিংবা 'কৃষক সুরক্ষা অভিযান' কর্মসূচি নিয়ে মানুষের দুয়ারে গিয়েছে। খোদ সর্বভারতীয় সভাপতি কৃষকের দুয়ারে গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করেছেন। তার পরে আমরা সকলেও সেটাই করেছি। মানুষের কাছে শুধু নয়, এ বার মানুষের মনে ঢোকার কাজ চলছে।" বৃহস্পতিরার অমিতবাবু হোটেলে ফেরেন রাত ১০টা নাগাদ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করেন বৈঠক। জানা গিয়েছে, বৈঠক শেষ হয় মধ্যরাত পার করে। তার পরেই সেই গভীর রাতে দিল্লি রওনা হন তিনি। অমিতবাবুর বৈঠকে নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে তৈরি 'অঘোষিত' কোর টিমকে ডাকা হয়েছিল। ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। তা ছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা শিব প্রকাশ, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায়। মেদিনীপুরে কর্মসূচি থাকায় বৈঠকে ছিলেন না শুভেন্দু অধিকারী। তবে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

অমিতবাবু বুধবার রাতেই তিনি দিল্লি থেকে সরাসরি অসমে চলে যান। বৃহস্পতিবার সকাল হতে না হতেই 'গ্রেটার কোচবিহার পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশন' (জিসিপিএ)-এর নেতা অনন্ত রায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এর পরে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে জনসভা। তার পর দক্ষিণবঙ্গের ঠাকুরনগরে। সেই জনসভার পর কলকাতায় সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে দলের তথ্যপ্রযুক্তি শাখার কর্মসূচি। তার পর আরও একটি আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে রাতে হোটেলে ফিরে বৈঠক করেন।

রাজ্যব্যাপী হরতালে বহু আহত ও গ্রেফতার, দাবি বামেদের

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হরতালের অঙ্গ হিসাবে শুক্রবার কেবল কলকাতায় পুলিশ ৭৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। অবরোধ হয়েছে কয়েকশো স্থানে। এদিন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এ কথা জানিয়ে বিবৃতিতে লেখেন, "কলকাতা ও শহরতলি এবং জেলা শহরগুলিতে সকাল থেকে প্রতিবাদ হয়েছে। ব্যাপক পুলিশবাহিনীও নামানো হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। পুলিশ বহু জায়গায় ধর্মঘট সমর্থনকারীদের আজকেও গ্রেফতার করেছে। অনেক জায়গায় লাঠি চালিয়ে, বলপ্রয়োগ করে অবস্থান আন্দোলনকারীদের আহত করেছে। যাদবপুর সহ বিভিন্ন স্টেশনে রেল রোকো হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় রেল ও সড়কে অবস্থান হয়েছে ৩০টি জায়গায়। হুগলী জেলায় শতাধিক স্থানে অবস্থান বিক্ষোভ হয়। পান্ডুয়া রেলস্টেশনে রেল রোকো চলে ৩ ঘন্টা ধরে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়েছে, ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব দেখা গেছে। হাওড়া জেলায় অনেক চটকল ও কারখানায় ধর্মঘটের প্রভাবে শ্রমিকদের হাজিরা কম ছিল। পরিবহন প্রায় অচল ছিল। পাঁচলার রানীহাটিতে রাস্তায় অবস্থানকারীদের পুলিশ লাঠি চালিয়ে ১১জনকে আহত করেছে। বাঁকুড়ায় বিড়ি কারখানা, রেলওয়ে গুডস সেড, বাজার মুটিয়া শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব দেখা গেছে। সিমেন্ট ও অন্যান্য কারখানাতেও প্রভাব পড়েছে। ৩৩টি জায়গায় মিছিল পথসভা হয়েছে। পুরুলিয়ায় বেসরকারী বাস চলেনি, সরকারী বাস প্রায় যাত্রীবিহীন ছিল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২১টি জায়গায় পিকেটিং মিছিল পথসভা ও রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ হয়েছে।খড়্গাপুর শহরে পুলিশি আক্রমণ করেছে ধর্মঘট সমর্থকদের ওপর। ছয়-সাত জন ধর্মঘট সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় অবস্থানকারীদের তুলতে পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে। পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর পশ্চিম এবং দুর্গাপুর পূর্ব এলাকায় ধর্মঘট সমর্থকদের তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কে, ডিভিসি কারখানায় এবং এসবিএসটিসি'র ডিপোয় অবস্থান বিক্ষোভ হয়েছে। দার্জিলিঙ জেলায় সমতলে ধর্মঘটের সমর্থনে বহু মিছিল, মোটরসাইকেল মিছিল হয়েছে। সরকারী বেসরকারী অফিসের হাজিরা কম, দোকান বাজার প্রায় বন্ধ। কোচবিহার জেলায় পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৯জন বামপন্থী নেতা ও কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বামেদের ডাকা হরতালে থমকে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দার্জিলিং জেলার নিম্নবর্তী এলাকায় বামফ্রন্টের আহ্বানে ও কংগ্রেসের সমর্থনে ১২ ঘণ্টার ডাকা হরতালে থমকে গেল জনজীবন। স্তব্ধ উত্তরবঙ্গের রাজধানী শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পুরপ্রশাসক ও প্রাক্তন পুর মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বনধ চলছে। রাজ্যের ৬টি পুরনিগমের মধ্যে একমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগগমেই বামেরা ক্ষমতায়। তবে চা বাণিজ্য ও পর্যটনের কারণে, তিনটি দেশ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের নিকটে শিলিগুড়ির আন্তর্জাতিক পরিচিতি রয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রবেশপথ। এই এলাকায় হরতালের প্রভাব বাণিজ্যে পড়ে।শিলিগুড়িতে হরতালের প্রভাবে সিকিমগামী বাস ও পণ্য যাতায়াত হচ্ছেনা সকাল থেকেই। শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ মালদহের দিকে বাস চলাচল বিঘ্নিত।

প্রচারে ধার আনতে বিজেপি-র অস্ত্র মোদিপাড়া অ্যাপ

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দেওয়াল লিখনের দিন শেষ। ভোটে জনতা জনার্দনের মন পেতে সবচেয়ে বড় ভরসা ফেসবুক দেওয়াল।

অমিত শাহের নেতৃত্বে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে "মোদিপাড়া" নামক অ্যাপ উদ্বোধন করল বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিজিটাল প্রচারে জোর দিতেই এই অ্যাপ আনল রাজ্য বিজেপি। ফেসবুক, ট্যুইটার, হোয়াটস অ্যাপের তথ্যও এই মোদিপাড়া অ্যাপে নিয়ে আসা যাবে বলে জানাচ্ছেন বিজেপির কর্মকর্তারা। সেই সঙ্গে সমস্ত দলীয় কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদে জানা যাবে এই অ্যাপেই।

ভরসা ডিজিটাল জনসংযোগ, করোনা পরিস্থিতিতে ডিজিটাল প্রচারের গুরুত্ব বেড়েছে আরও। অমিত শাহের বঙ্গ সফর সূচিতে তাই এবার যোগ হয়েছিল আইটি সেল বৈঠক। সায়েন্স সিটির ওই বৈঠকে অমিত শাহ বলেন, 'আজ মোদিপাড়া ওয়েবসাইট ও অ্যাপটি উদ্বোধন করছি। এই অ্যাপে আমাদের সমর্থক, মতদাতাদের সবার সক্রিয় যোগদান চাই।' অমিত শাহের যুক্তি, এই ভোটে ২০০ আসন জয়ে সাইবার যোদ্ধাদের গুরুদায়িত্ব নিতে হবে।

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাদের ডিজিটাল প্রচারকে আরও কার্যকর করতে এই অ্যাপ কলকাতায় চালু করল।মোদীপাড়া অ্যাপ বিজেপি কর্মকর্তাদের এবং বিজেপি সমর্থকদের জন্য একটি সবরকম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ডিজিটাল কন্টেন্ট এবং হাব। দলের কার্যকর্তারা, সমর্থক এবং ভোটাদাতারা এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক কাজ, সর্বভারতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিজেপির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারবে। ফেসবুক, হোয়্যাটসএপ এবং টুইটারের মত সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মোদীপাড়া অ্যাপের বিষয়গুলি শেয়ার করতে পারবে।

বিজেপি-র তরফে জানানো হয়েছে, তাদের সমর্থকরা এই অ্যাপের মাধ্যমে হোয়্যাটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজেদের শুভেচ্ছাবার্তা সংযোগে থাকা মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে বাড়ি থেকেই সব মানুষকে এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অ্যাপটি ওয়ান স্টপ প্লাটফর্ম হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে বিজেপি কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা একটি সমষ্টিগতভাবে দলের বার্তা এবং কথা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি কোনায় ছড়িয়ে দিতে পারে। এই অ্যাপ দলীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং আসন্ন নির্বাচনে দলের কাজে এবং প্রচারে গতি আনা, সাম্প্রতিক তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া এবং 'সোনার বাংলার' স্বপ্নকে সাকার করবে।

সম্প্রতিকালে ডিজিটাল প্রচারে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে এই অ্যাপের মাধ্যমে যার দ্বারা একটি মাত্র বোতাম টিপেই বাড়ি বসে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। বিজেপি এখন এগিয়ে চলেছে অনলাইনে সমর্থকদের শক্তিশালী অন-গ্রাউন্ড সাংগঠনিক নেটওয়ার্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খাঁটি মধু চেনার উপায়

মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে জ্বালিয়ে পরখ করে দেখতে পারেন সেটা খাঁটি না ভেজাল।বাজারে নানান ধরনের মধু পাওয়া যায়। আবার রাস্তা-ঘাটেও ফেরি করে বিক্রি করা হয় মধু। এই ভেজালের যুগে মধু খাঁটি কি-না সেটা বোঝার জন্য রয়েছে কিছু কৌশল।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতের মধু'র ব্র্যান্ড 'সুইটনেস অফ এথনিক'য়ের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুশ সার্দা'র দেওয়া পন্থাগুলো খাঁটি মধু চেনাতে সাহায্য করবে।

* খাঁটি মধু ফ্রিজে রাখা হলে কখনও জমাট বাঁধবে না বা দানা দানাভাব হবে না। ঘন তরল-ভাবটাই থাকবে। তবে ভেজাল মধু ফ্রিজে রাখলে জমে যাবে এবং স্ফটিকের মতো দানাভাব দেখা দিবে। এমনকি মধুর উপরের অংশে সাদা স্তরও দেখা দেবে, যা আসলে চিনি।

* কাঁচা খাঁটি মধুতে সাদা ফেনা বা বুদবুদের মতো দেখা দেবে। এটা খাঁটি মধু চেনার চিহ্ন, এর থেকে বোঝা যায় এই মধুতে কোনো রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয়নি।

* খাঁটি মধুতে ম্যাচের কাঠি ডুবিয়ে আগুন ধরালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে। যদি না জ্বলে তবে বুঝতে হবে সেটা ভেজাল মধু।

* ভিনিগারের সঙ্গে মধু মিশিয়ে সহজেই মধুর মান নির্ণয় করা যায়। ভিনিগার গোলানো পানিতে কয়েক ফেঁটা মধু দিয়ে মেশাতে হবে। যদি মিশ্রণে ফেনা দেখা দেয় তাহলে বুঝতে সেটা ভালো মধু নয়।

* সুন্দরবনের মধু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধুর মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বনাঞ্চলের আর্দ পরিবেশের কারণে মধু পাতলা হয়। আর পাহাড়ি এলাকার শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশের জন্য মধু হয় ঘন। আবহাওয়া মধুর ওপর সবসময় প্রভাব রাখে। সুন্দরবন হচ্ছে 'ম্যানগ্রোভ' বা শ্বাসমূলীয় বন। এই বনের বেশিরভাগ গাছের মূল পানির মধ্যে থাকে, আর পরিবেশও আর্দ। তাই মনে রাখতে হবে খাঁটি সুন্দরবনের মধু সবসময় হবে পাতলা তরল।

নারকেল বা সুপারি বাগানে সহজেই গোলমরিচ চাষ করে লাভবান হতে পারেন

গোলমরিচ একটি অর্থকরী দেশীয় মশলা ফসল। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে নারকেল ও সুপারি বাগান আছে সেখানে গোলমরিচের চাষ সহজেই করা যায়। এই মশলা ফসলটি সাথী ফসল হিসেবে চাষ করে কৃষকরা আয় বাড়াতে পারেন।

পুষ্টিমূল্য ঃ গোল মরিচে আমিষ, চর্বি এবং প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

ভেষজগুণ ঃ হজমে সহায়তা করে, স্নায়ু শক্তি বাড়ায়, দাঁতের ব্যথা কমানোতে সহায়তা করে, মাংসপেশী ও হাড়ের জোড়ায় ব্যথা উপশম করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

ব্যবহার ঃ মশলা হিসেবে গোলমরিচের ব্যবহার রয়েছে।

উপযুক্ত মাটি ও জমি ঃ পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় ও আর্দ্রতা বেশি এমন এলাকায় গোলমচির জন্মে। এ ফসল ১০-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। পি এইচ ৪.৫-৬.০ পর্যন্ত এ ফসল ফলানো যায়। পাহাড়ি এলাকার মাটি এই ফসল চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

জাত পরিচিতি ঃ স্থানীয় জাত।

চারা তৈরি ঃ গোল মরিচে ৩ ধরনের লতা/কান্ড দেখা যায়- প্রধান কান্ড যার পর্বমধ্য বড় রানার ডগা (সুট) ও ফল ধারণকারী পার্শ্বীয় শাখা। রানার ডগা হতে কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। শীর্ষ ডগাও ব্যবহার করা যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ২-৩টি পর্বসন্ধি (গিট)যুক্ত কান্ড কাটিং হিসেবে নার্সারিতে বা পলি ব্যাগে লাগানো হয়। পলি ব্যাগ উর্বর মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। কাটিং-এ ছায়ার ব্যবস্থা রাখা হয় ও প্রয়োজনে সেচ দিতে হয়। মে-জুন মাসে কাটিং লাগানোর উপযোগী হয়।

চারা লাগানো ঃ গোল মরিচ ঠেস গাছের ছায়ায় লাগাতে হয়। ঠেস গাছ আগে থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে লাগিয়ে গোল মরিচের কাটিং লাগানো হয়। ২-৩টি কাটিং এক গর্তে লাগানো হয়। ঠেস গাছ হিসেবে সুপারী গাছ ব্যবহার করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে নারকেল ও সুপারি গাছে গোলমরিচ গাছ তুলে দিলে বিঘাপ্রতি বাগিচায় ২০০০-৩০০০ টাকা বেশি রোজগারের সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে নারকেল/সুপারির একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি গোলমরিচের লতা বাড়তে দিতে হবে যাতে পরিচর্যার সুবিধা হয় আর এরকমভাবে চাষে সুপারি/নারকেলের সারেই মরিচেরও সার ব্যবস্থা চলবে, অনেকটাই প্রয়োজনে মরিচের গোঁড়ায় আলাদাভাবে বা গাছে জলে গোলা সার দিলেই হবে।

সার ব্যবস্থাপনা ঃ প্রতি গর্তে ৩০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১১০ গ্রাম এস এস পি ও ৪৫০ গ্রাম পটাশ দিতে হবে। তবে এ পরিমাণ সার তৃতীয় বছর হতে দিতে হবে। এ পরিমাণের ১/৩ ভাগ ১ম বছর এবং ২/৩ ভাগ দ্বিতীয় বছরে দিতে হবে। সার সাধারণতঃ বছরে দু'বার দিতে হয়। একবার মে-জুন মাসে ও পরের বার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে দিতে হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রতি গতেু মে-জুন মাসে ১০ কেজি পচা গোবর ও প্রতি ১ বছর অন্তর অন্তর প্রতি গর্তে ৬০০ গ্রাম চুন দিতে হবে।

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা ঃ আগাছা দেখা দিলে পরিস্কার করতে হবে ও মাটির রসের অভাব হলে জল সেচ দিতে হবে। ডগা বাড়তে থাকলে ঠেস গাছের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে।

ওজন কমানোর কৌশল

খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও শরীরচর্চা করেই ওজন কমাতে হয়। তবে কিছু সহজ কৌশল রয়েছে যা ওজন কমানো প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত করে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে দ্রুত ওজন কমানোতে সহায়ক সহজ কয়েকটি কৌশল সম্পর্কে জানানো হল।

খাওয়ার আগে চুইংগাম খাওয়া: 'ইউনিভার্সিটি অব রোড আইল্যান্ড'য়ের করা গবেষণা অনুযায়ী, খাওয়ার আগে চুইংগাম চাবানো কম ক্যালরি গ্রহণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, সকালে এক ঘণ্টা চুইংগাম চাবানো ক্ষুধা কমায় এবং দুপুরের খাবারে ৬৭ ক্যালরি কম গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মিন্ট চুইংগাম বেশি উপকারী। কারণ এর সতেজকারী ঘ্রাণ ক্ষুধা কমাতে সহায়তা করে।

বড় এক গ্লাস পানি পান: নিজেকে আর্দ রাখা সবার জন্যই জরুরি। বিশেষত যারা ওজন কমাতে চাচ্ছেন। পানি পান আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশি খাওয়ার ঝুঁকি কমায়। অনেক সময় তৃষ্ণাভাব ক্ষুধা হিসেবে ভুল সংবেদন দেন। এতে বাড়তি খাবার গ্রহণ ও ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ে।

গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন। বোতল থেকে পানি পান করলে সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা রাখা যায় না। তাই নির্দিষ্ট সময় পর পর গ্লাসে পানি পানের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

অনলাইনে কেনা কাটা করা: অনলাইনে খাবার কেনাকাটা করা সবচেয়ে ভালো। কারণ অনলাইনে কেনাকাটা করলে কেবল প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা হয়। অযথা বা শখের বশে অস্বাস্থ্যকর খাবার কেনা থেকে বিরত থাকা যায়। সাধারণত বাজার থেকে জিনিস কিনতে গেলে পুরো দোকান ঘোরা হয় আর প্রয়োজনীয় জিনিসের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

শরীরচর্চার সময় গান শোনা: শরীরচর্চার সময় পছন্দের গান শোনা উদ্দীপনা যোগায় ও গতি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। দা জার্নাল অব 'স্পোর্টস

অ্যান্ড এক্সারসাইজ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী দ্রুত লয়ের, উৎসাহমূলক গান ব্যায়ামে উদ্দীপনা ও গতি বাড়ায়। এছাড়াও এটা দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা করতে ও বাড়তি ক্যালরি কমাতে সাহায্য করে।

খাওয়ার আগে সুপ বা সালাদ খাওয়া: কম ক্যালরি গ্রহণ করার আরেকটি সহজ উপায় হল খাওয়ার আগে ঝোল-ভিত্তিক সুপ বা এক বাটি সালাদ খাওয়া। সুপ ও সালাদ খাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং খাবারের আগে এগুলো খাওয়া ২০ শতাংশ কম ক্যালরি গ্রহণে সহায়তা করে। এছাড়াও, লাল আপেল খাওয়া সার্বিকভাবে কম ক্যালরি গ্রহণে ও ওজন কমাতেও ভূমিকা রাখে।

আবেগপ্রবণ হওয়ার উপায়

একজন অনুভূতিসম্পন্ন আবেগপ্রবণ মানুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করাই স্বাভাবিক। আর এই গুণ যাদের রয়েছে তাদের সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতাও বেশি।

নিজের আবেগ-অনুভূতি দিয়ে কীভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যায়, সেটাই জানানো হল সম্পর্কবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

না বলতে শেখা: গবেষণায় দেখা গেছে প্রায় সবাই সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমানা পছন্দ করেন। তার মানে এই নয় কঠিন মানুষকে পছন্দ করবে। তবে যারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের সীমার মধ্যে থাকে আর যা চাইবে তাই মেনে নেবে- এরকম করে না, তাদের প্রতি আকর্ষণ কাজ করে।

একজন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ সবসময় জানিয়ে দেবে কোনটা তার পছন্দ আর কোনটা নয়। নিজের চাওয়াটা সম্মান করার পাশাপাশি অন্যের চাওয়া পাওয়া ও বিশ্বাসের প্রতিও আস্থা রাখা শিখতে হবে।

নেতিবাচক গল্প এড়ানো: অন্যের সম্পর্কে কুট কথা শুনতে আমাদের ভালোই লাগে। নিজেরাও এরকম আলাপ করে থাকি। তবে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে ভাবুন তো, যার সঙ্গে এরকম আলাপ করতে যাচ্ছেন সে তো ভাবতেও পারে তার অবর্তমাণে আপনি তাকে নিয়েও এরকম গল্প জুড়তে পারেন অন্যদের সঙ্গে। তাই মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, আবেগপ্রবণ মানুষ হতে চাইলে অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক আলাপ শুরু আগে অন্তত দুবার ভাবুন। তাই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কখনও কুট-কথা বলা ঠিক না। আর কাউকে নিয়ে একান্তই যদি নেতিবাচক আলাপ করতে হয় তবে সেটা যেন অতিরঞ্জিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ছোটখাটো বিষয় মনে রাখা: আপনার সম্পর্কে ছোটখাটো বিষয় যদি কেউ মনে করে বলে, সেটা শুনতে নিশ্চই ভালোলাগে। অন্যদেরও সেরকম ভালোলাগে। একজন আবেগীয় আকর্ষণীয় মানুষ অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কথা বলার সময় অপর ব্যক্তিকে এমন অনুভূতি দেওয়ার চেষ্ট করুন, যাতে তার মনে হয় আপনার পৃথিবী ঘিরে রয়েছে একমাত্র সে। এই গুণ অন্যের কাছে সবসময়ই আকর্ষণীয়।

সময় রক্ষা করা: যদি দেরি করেন তবে সঙ্গী মনে করতেই পারে, আপনার কাছে তার গুরুত্ব কম। তাই অনুভূতিপ্রবণতায় আকর্ষণ করতে চাইলে সঙ্গীর সময়কে দাম দিন। আর সময়মতো উপস্থিত হন।

ছাড় দেওয়া: যখন প্রয়োজন তখন সঙ্গী বা বন্ধুদের কাছে পাওয়া সত্যিই দারুণ ব্যাপার। এটাও একটা আবেগীয় গুণ। তবে সম্পর্কে থাকলে সঙ্গীকে অনেক সময় ছাড় দিতে হয়। সেটা তার নিজস্বতার জন্যই। ইংরেজিতে যাকে বলে 'স্পেস' দেওয়া। আর তার এই 'স্পেস'টাকে সম্মান করতে জানতে হবে।

সঙ্গীকে বুঝতে দিন, যখন তার দরকার হবে আপনি তার পাশে থাকবেন। আবার তাকে এটাও বুঝিয়ে দিন, তার নিজস্ব সময়ে সে যা করে খুশি থাকুক না কেনো, তাতে আপনার সমর্থণ থাকে।

ছাড় দেওয়ার মধ্য দিয়ে অন্যকে দেখানো যায় যে, আপনি নিজেকেও মূল্য দিতে জানেন।

ভালোবাসা দিবসে নিজেকে তৈরি করতে

আর ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটানোর বিশেষ দিনে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে অবশ্যই ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে ভালোবাসা দিবসে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

কুসুম গরম পানি দিয়ে দিন শুরু করা: বলা হয়ে থাকে, দিন শুরু করতে হয় সতেজভাব ও শক্তি দিয়ে। ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে কুসুম গরম পানি পান করা ভালো অভ্যাস। এটা শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয় ও পেট পরিষ্কার করে। ফলে ত্বকে উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে।

ভালো গান শোনা: গান নির্বাচন আমাদের মন মেজাজের ওপর নির্ভর করে। তবে বসন্তের এই সুন্দর দিনগুলোতে সুন্দর ও আনন্দঘন গান শোনার চেষ্টা করুন, এতে মেজাজ ফুরফুরে থাকবে।

শরীরচর্চা: নিজেকে সতেজ ও চনমনে রাখতে শরীরচর্চা বা নাচ করতে পারেন। এটা শরীর সতেজ রাখার পাশাপাশি শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। এছাড়াও, হালকা কাজ মানসিক চাপ কমানোর পাশাপাশি মানসিক শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে।

মেইকআপ বেইজ তৈরি করা: মেইকআপের বেইজ তৈরি করতে যতটা সম্ভব কম প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। কারণ ভারী মেইকআপ বেশি ফুটে থাকে যা দেখতে ভালো লাগে না। ভেষজ ও শতভাগ প্রাকৃতিক প্রসাধনী ব্যবহার করুন। এগুলো ত্বকে একটা ম্যাটভাব আনে ও চেহারার খুঁত ঢাকতে সাহায্য করে।

চোখের মেইকআপ: চোখের সাজে নাটকীয়ভাব আনা যেতে পারে। চোখের পাপড়ি বড় করে সাজান আর চোখে দৃঢ়ভাব ফুটিয়ে তুলতে আইলাইনার ব্যবহার করুন।

ঠেঁট ও গালে রঙিন আভা:বর্তমান সময়ে এর প্রচলন বেশি যা, দ্রুত ও সহজ উপায়ে ঠেঁট ও গালের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। এটা ত্বকে প্রাকৃতিক গোলাপিভাব আনে যা চোখের ওপর শ্যাডো হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। প্রাকৃতিক উপাদানের তৈরি প্রসাধনীতে কোনো কৃত্রিম রং ব্যবহার করা হয় না এবং তা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয়।

সুন্দর পোশাক পরা: কি পরবেন বুঝে উঠতে না পারলে যে পোশাকে আপনাকে বেশি মানায় তা বেছে নিন। কোনো রকম পরীক্ষামূলক পোশাক না পরে বরং যেটা পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয় সেটা পরা ভালো। আর নিজের আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে উঁচু জুতা ব্যবহার করতে পারেন। দেখতেও ভালো লাগবে।

খেজুর খাওয়ার প্রভাব

মিষ্টির প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে অনন্য এক খাবার খেজুর। বাজারে বিভিন্ন জাতের খেজুর মেলে। আর শুধু খেজুর যেমন টপাটপ খেতে পারবেন, তেমনি সালাদ, শরবত, ওটমিল ইত্যাদি বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে অতিরিক্ত খেলে বিপত্তিও আছে।

খাদ্য ও পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল খেজুরের কিছু উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে।

কমাতে পারে হৃদরোগের ঝুঁকি: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশ সরবরাহ করে খেজুর। শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের যুক্ত হয়ে তা রক্তে মিশে যেতে বাধা দেয় এই আঁশ। একারণে ওই কোলেস্টেরলে থাকা 'ফ্যাটি লিপিড' রক্তনালীর দেয়ালের জমতে পারেনা। এভাবেই হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে এই ফল।

লড়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে: 'ক্যারোটিনয়েড', 'পলিফেনলস' আর 'অ্যান্থোসায়ানিনস' ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খেজুর। খাদ্যাভ্যাসে এই উপাদানগুলোর প্রাচুর্য থাকলে ক্যান্সারসহ আরও অনেক দূরারোগ্য ব্যাধির ঝুঁকি কমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। বিশেষ করে 'কলোরেক্টাল ক্যান্সার'য়ের বিরুদ্ধে খেজুর বিশেষ উপকারী ভূমিকা রাখে বলে দাবি করেন বিশেষজ্ঞরা। ডায়াবেটিস রুখতে: দ্রবণীয় ভোজ্য আঁশের আছে নানান উপকারিতা। যার মধ্যে একটি হল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

মেটাতে পারে পুষ্টির ঘাটতি: ভোজ্য আঁশ, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি, এই চারটি পুষ্টি উপাদান মানুষ বরাবরই কম গ্রহণ করে, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। আর মাত্র চারটি খেজুর থেকে পেতে পারেন ভোজ্য আঁশের দৈনিক চাহিদার ২৭ শতাংশ এবং পটাসিয়ামের দৈনিক চাহিদার ২০ শতাংশ। ফলে প্রতিদিন কয়েকটি খেজুর খাওয়ার মাধ্যমে এমন দুটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। যেগুলোর ঘাটতিতে ভোগে পুরো বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ।

বাড়তে পারে ওজন খেজুরের নানান গুণের কথা শুনে যদি সকাল বিকাল খেজুর খাওয়া শুরু করেন তবে বিপদ আসতে খুব বেশি দেরি হবে না। কারণ মাত্র চারটি বা ১০০ গ্রাম খেজুরেই মিলবে প্রায় ২৭৭ ক্যালরি। প্রচণ্ড মিষ্টি এই শুকনো ফল যদি বেশি খেতে থাকেন তবে ওজন যে বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই পরিমাণ মাথায় রাখতে হবে। ভালো খাবারও অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে তা কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

চুল পড়া কমাতে ছয়টি উপায়

বংশগত সমস্যা ছাড়াও খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের প্রভাব থেকে চুল পড়তে পারে। তাই বেশি চুল পড়লে নিজের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সাজসজ্জা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল পড়া কমানোর কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানান হল। কন্ডিশনার: উন্নত কন্ডিশনার চুলের জন্য উপকারী। এতে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ক্ষয় পূরণ করে চুলকে মসৃণ করে তোলে।

শ্যাম্পু: চুলের যত্নে মাথার ত্বকের ধরন বোঝা এবং সে অনুযায়ী সঠিক শ্যাম্পু নির্বাচন করা প্রয়োজন। এবং মাথার ত্বকের অবস্থা বুঝে চুল পরিষ্কার রাখা উচিত। মাথার ত্বক

যদি শুষ্ক হয় তবে অতিরিক্ত ধোওয়ার কারণে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। অন্যদিকে, মাথার ত্বক তৈলাক্ত হলে সপ্তাহে কমপক্ষে তিনবার পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্যাম্পু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সচেতন থাকতে হবে। অতিরিক্ত রাসায়নিক উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু যেমন- সালফেট, প্যারাবেন ও সিলিকন চুলকে রুক্ষ, নির্জীব ও ভঙ্গুর করে ফেলে।

খাদ্যাভ্যাস ও শরীরচর্চা: যত ভালো পণ্যই ব্যবহার করা হোক না কেনো খাদ্যাভ্যাস ঠিক না থাকলে তা কার্যকর হবে না। পাশাপাশি প্রয়োজন শরীরচর্চা। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও লৌহ ধরনের খাবার প্রতিদিন খাওয়া উচিত। এতে চুলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হয়। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে যোগ ব্যায়াম, ধ্যান ও সাধারণ ব্যায়াম চুল পড়া কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার: যেমন- 'স্ট্রেইট' করা, রং করা ইত্যাদি চুলের ক্ষতি করে। এছাড়াও তাপীয় যন্ত্রের ব্যবহার চুলের ক্ষতি করে। বিশেষত, ভেজা চুলে 'ব্লো ড্রায়ার', 'কার্লিং রড' ব্যবহার ঠিক নয়। এগুলো চুলের ভেজাভাব শুষে নেয় ও ভঙ্গুরতা সৃষ্টি করে। যদি কোনো কারণে তাপীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তবে সর্বনিম্ন তাপ প্রয়োগ করতে হবে। এর আগে অবশ্যই সুরক্ষার স্তর তৈরি করার জন্য 'লিভ-ইন কন্ডিশনার' ব্যবহার করা উচিত। আর কাজ শেষে 'প্রোটেক্টিভ স্প্রে' ব্যবহার করতে হবে। নিয়মিত চুল ছাঁটা: চুলের নিচের অংশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিয়মিত চুল ছাঁটা চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। ক্ষতিগ্রস্ত চুল দেখতে রুক্ষ লাগে ও আগা ফাটার সমস্যার দেখা দেয়। তাই চুল ছাঁটা, কেশ সুন্দর রাখতে সহায়ক।

তেল ব্যবহার: মাথার ত্বকের রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে তেল ব্যবহারের বিকল্প নেই। আপনার মাথার ত্বকের জন্য মানানসই এরকম তেল দিয়ে সপ্তাহে একবার মালিশ করুন। তেল ব্যবহারের পরে দুই ঘন্টা 'শাওয়ার ক্যাপ' পরে থাকুন। তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধরে নিন।

আইএনপিটি রাজ্য নেতৃত্ব এডিসি নির্বাচন নিয়ে দলীয় বৈঠক করেছেন শুক্রবার আগরতলা। ছবি- নিজস্ব।

নেতৃত্বের কড়া নির্দেশে শেষ পর্যন্ত পথে দ্রৌপদী

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সাংসদ হয়ে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেবল ঘরে বসে থাকার অভিযোগ উঠছিল রাজ্য বিজেপি-তে। এতে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে। তার আঁচ পৌঁছেছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে। ফলত, তাঁকে আবেদন করা হয়েছিল বাংলায় মমতা-বিরোধী আন্দোলনে ধার দিতে পথে নামার জন্য। অভিযোগ, তাতেও ঘাম ঝড়াতে আগ্রহী ছিলেন না রূপা। সূত্রের খবর, এবার খোদ অমিত শাহ ক্ষুব্ধ হয়ে এখনই তাঁকে পথে নামার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ অমান্য করার অবকাশ আর ছিল না রূপার। বাধ্য হয়ে শুক্রবার পথে নামলেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত তিনি রথে চড়ে বসেছেন। চার রাত পাঁচ দিনের জন্য ঘর ছেড়ে পথে বিজেপি-র রাজ্যসভা সাংসদ রূপা। রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, 'উপরতলার' চাপেই অবশেষে সক্রিয় মহাভারতের দ্রৌপদী। অভিনেত্রী রূপার বড় পরিচয় তিনি বি আর চোপড়ার 'মহাভারত' ধারাবাহিকের দ্রৌপদী। অভিনয় জগতে তাঁর উপস্থিতি অনেক। বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দায় একটা সময়ে চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। শুধু বাংলা নয়, হিন্দি, ওড়িয়া, কন্নড়, তেলুগু ছবিতেও দেখা গিয়েছে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী রূপাকে। রাজনীতিতে আবির্ভাব ২০১৫ সালে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগেই তিনি বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন। ২০১৬-র নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন হাওড়া উত্তর কেন্দ্রে। তবে হেরে যান তৃণমূলের প্রার্থী প্রাক্তন ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লর কাছে। বিজেপি-তে রূপার উত্থান কিন্তু ছিল চোখে পড়ার মতো। বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হলেও বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী হিসেবে রাজনীতির ময়দানে রূপার উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট নজরকাড়া। অভিনেত্রী রূপা শুধু রাজনীতি করাই নয়, কোমরে আঁচল বেঁধে ময়দানে নেমেছিলেন। কলকাতার পথে কখনও একা, কখনও অভিনয় জগৎ থেকে বিজেপি-তে আসা 'সহযোদ্ধা' লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে 'রুদ্র' রূপে দেখা যেত রূপাকে। যার দৌলতে তারকাখচিত হয়ে উঠেছিল বিজেপির নারীবাহিনীর আন্দোলন। মহিলা মোর্চার দায়িত্বে না থাকলেও বিজেপি-তে গুরুত্ব কমেনি রূপার। ২০১৬ সালেই তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হিসেবে পাঠানো হয়। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরেই একান্তে থাকছিলেন প্রাক্তন নায়িকা। দলের কর্মসূচিতে তো নয়ই, সংসদেও খুব নিয়মিত দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। দলের মধ্যে রূপাকে নিয়ে বিবিধ প্রশ্ন আগে থেকেই ছিল।

বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পরে দল ঠিক করে, সকলকেই পথে নেমে কাজ করতে হবে। রাজ্য সভাপতি থেকে বুথ স্তরের কর্মী সকলের কাছেই সেই নির্দেশ যায়। বিজেপি সূত্রে খবর, নির্দেশ গিয়েছিল রূপার কাছেও। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। সকলে কাজে নামলেও রূপা তা থেকে অনেকটাই দূরে দূরে থেকেছেন। জেপি নড্ডা, অমিত শাহর কর্মসূচিতেও তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, এর পরেই নাকি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রূপার উপরে 'চাপ' তৈরি করেন। তাঁকে সটান কাজে নামতে বলা হয়। বিজেপি সূত্রে খবর, সেই নির্দেশ পাওয়ার পর সক্রিয় হয়েছেন রূপা। রাজ্য বিজেপি-র রাঢ়বঙ্গ জোনের 'পরিবর্তন যাত্রা''-য় যোগ দিয়েছেন রূপা। বীরভূমে রথের সওয়ারি হয়ে ঘুরেছেন। রাতে যেখানে রথ থাকছে, সেখানেই হোটেলে থাকা এবং পরদিন ফের রথে ওঠা। পাশাপাশিই, যেখানে যেখানে রথ দাঁড়াচ্ছে, সেখানে সমাবেশে বক্তৃতা করা। সে ছবি নিজের নেটমাধ্যমেও নিয়মিত প্রকাশ করছেন বিজেপি-র রাজ্যসভা সাংসদ।

বিজেপি-র ওই রাঢ়বঙ্গ জোনের পর্যবেক্ষক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বলেন, "রূপাদি প্রতিটি কর্মসূচিতে থাকছেন। এখানে ওঁর চার রাত, পাঁচ দিনের সফর হওয়ার কথা আছে। ওঁর বক্তৃতা শুনতে মানুষ ভিড়ও করছেন।" এর পর রূপা কি পুরোপুরি 'সক্রিয়' হবেন। অন্যান্য জোনের 'পরিবর্তন যাত্রা'-তেও কি তাঁকে দেখা যাবে? এমন সব কূট প্রশ্নের উত্তর নেই রাজ্য নেতাদের কাছে। তবে তাঁরা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ পাওয়ার পর আশা করা যায় রূপা কাজের মধ্যেই থাকবেন। তবে রথের রশি ধরলেও রাজ্যনেতাদের ফোন ধরবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় এখনও রয়ে গিয়েছে। রাজ্য বিজেপি শিবিরে রূপার সমালোচক হিসেবে পরিচিতরাও স্বীকার করতেন যে তারকা সভানেত্রীর আমলে মহিলা মোর্চার শক্তি বেড়েছিল। সম্ভবত সেই কারণেই সেই ধারা এখনও বজায় রেখে চলেছে বিজেপি। রূপার পর মহিলা মোর্চার দায়িত্ব লকেটের হাত ঘুরে এখন ফ্যাশন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পালের হাতে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রোজ ভ্যালির অন্যতম কর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ৭ বছরের জেল

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রোজ ভ্যালি কাণ্ডে প্রথম সাজা ঘোষণা করল আদালত। শুক্রবার কলকাতায় নগর দায়রা আদালতে বিচারপতি এই মামলায় সংস্থার অন্যতম অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায়কে ৭ বছরের জেল ও আড়াই লক্ষ টাকার আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। অরুণ মুখোপাধ্যায়ই রোজভ্যালি কাণ্ডে প্রথম সাজাপ্রাপ্ত আসামী। তবে তিনি ইতিমধ্যেই ৩ বছর জেলে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই আর ৪ বছর তাঁকে জেলের অন্দরে কাটাতে হবে। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে এই মামলাতে অরুণবাবু তাঁর দোষ স্বীকার করে নেওয়ার পরই বিচারপতি এই রায় দিয়েছেন। রোজ ভ্যালি কাণ্ডে আদালতে সিবিআই যে চার্জশিট পেশ করেছিল তাতে গৌতম কুণ্ডু সহ ৯ জনের নাম ছিল। পুলিশ মূল অভিযুক্তদের মধ্যে সবাইকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করেছে। সেই তালিকায় রয়েছে গৌতম কুন্ডু, শুভ্রা কুন্ডু, শ্রীকান্ত মোহতা ও অরুন মুখোপাধ্যায়ের নাম। এছাড়াও আদালতে সিবিআই যে চার্জশিট জমা দিয়েছে সেখানে নাম রয়েছে রোজ ভ্যালির ৫ অধিকর্তার নাম।

হরতালে রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে গড় হাজিরা ৯৭ু

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বাম-কংগ্রেসের ডাকা হরতাল উপেক্ষা করে নবান্ন সহ রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি অফিসে কর্মী উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। নবান্নের দাবি, রাজ্য সরকারি অফিসগুলিতে গড় হাজিরা ৯৭ু। কালই নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য সরকার, হাজিরা না দিলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু অবশ্য এদিন এক বিবৃতিতে লেখেন, "জেলাগুলিতে পরিবহন ব্যবস্থা থমকে গেছিল, যে সব সরকারী বাস জোর করে চালানো হয়েছে তাতে যাত্রী কম ছিল, অফিস আদালতে হাজিরাও কম ছিল। পণ্যবাহী গাড়িও কম চলাচল করেছে। স্কুল এদিন ১১ মাস পরে খুললেও ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের উপস্থিতি খুবই কম ছিল। ধর্মঘট সফল করতে শুক্রবার সকাল থেকে পথে নেমেছিলেন বাম, সহযোগী দলসমূহ ও কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থকরা এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের কর্মীরা।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

টুইটার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরালেন দীনেশ ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবার টুইটার হ্যান্ডেল থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরালেন দীনেশ ত্রিবেদী। শুক্রবার রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে নিজের ইস্তফা ঘোষণা করেন তিনি। অধিবেশনকক্ষ থেকে বেরনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই টুইটার প্রোফাইলের কভার ছবি বদলে ফেলেন তিনি। এতদিন তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদীর টুইটার হ্যান্ডেলের কভার ফটোতে ছিল তাঁর ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি শোভিত একটি গ্রাফিক্স। তাতে এক কোণায় ছিল তৃণমূলের প্রতীক। এদিন বিকেলে দেখা যায় তার জায়গায় রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি শোভিত একটি গ্রাফিক্স। পিছনে জাতীয় পতাকা।

এদিন সংসদে নিজের ইস্তফা ঘোষণা করে দীনেশ ত্রিবেদী জানান, চুপ করে থাকতে থাকতে তাঁর দম বন্ধ আসছিল। মানুষের জন্য কাজ করতে পারছিলেন না তিনি। পরে সংসদ থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, দলের রাশ কর্পোরেট সংস্থা আর অযোগ্য নেতৃত্বের হাতে চলে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আর দলের রাশ নেই।

তিনি তৃণমূল ছেড়েছেন কি না তা অবশ্য স্পষ্ট করে কিছু জানাননি দীনেশ ত্রিবেদী। তবে এদিন টুইটারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় স্পষ্ট, দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন তিনি।

বড় কিছু পাওয়ার লোভে দলকে পিছন থেকে ছুরি মারলেন,দীনেশ ত্রিবেদীর ইস্তফায় মন্তব্য কল্যাণের

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। কিন্ত নির্বাচনের আগেই দলের বিরুদ্ধে কার্যত অসন্তোষ প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। আর তারপরেই শুক্রবার দীনেশ ত্রিবেদীর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে কটাক্ষের সুর চড়ালেন তৃণমূল মুখপাত্র কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়। "বড় কিছু পাওয়ার লোভে দলকে পিছন থেকে ছুরি মারলেন" অভিযোগ করলেন কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় আরও বলেন, " এরা হচ্ছে সুবিধাবাদী লোক। এরা জীবনে কারও উপকার করেননি। ২০১৯-এ হেরে গিয়েছে, তখন থেকেই বলে আমি ব্যারাকপুরের দায়িত্ব নেব। কিচ্ছু করে না এরা।' তিনি আরও বলেন, 'উপরে গুজু ভাইরা আছে তো, সেই গুজুভাই গুজুভাই কথা হয়েছে"।

উল্লেখ্য, এদিন রাজ্যসভায় দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, "আমি আজ রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। আমার রাজ্যে অশান্তি হচ্ছে। আমরা সেখানে কিছু বলতে পারি না। কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আমার দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তারাই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। রাজ্যে হিংসা নিয়ে কিছু করতে পারছিলাম না। আমার অন্তরাত্মা বলল, তুমি এখানে বসে কিছু করতে পারছো না। তাহলে তোমার ইস্তফা দেওয়া উচিত। বাংলার জন্য কাজ করতে থাকব"। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

কংগ্রেস শিবিরে দুঃসংবাদ! প্রয়াত হিমাচলের বিধায়ক সুজান সিং পঠানিয়া

শিমলা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): হিমাচল প্রদেশ কংগ্রেস শিবিরে দুঃ সংবাদ! প্রয়াত হলেন হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার ফতেহপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক সুজান সিং পঠানিয়া। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। শুক্রবার সকালে ৭৮ বছরে বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক (সাত-বারের বিধায়ক) সুজান সিং পঠানিয়া। পরিবার সূত্রের খবর, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন সুজান সিং পঠানিয়া। রেখে গেলেন স্ত্রী এবং ছেলেকে। শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

সাত-বারের বিধায়ক ১৯৪৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রাক্কালে হিমাচল প্রদেশ বন দফতরে কাজ করেছিলেন তিনি। জনতা পার্টির টিকিটে জাওয়ালি বিধানসভা আসন থেকে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি এবং এই বিধানসভা আসনে ১৯৯০, ১৯৯৩, ২০০৩ এবং ২০০৯ সালের বিধানসভা আসনে নির্বাচিত হন। ২০১২ সাল থেকে ফতেহপুর আসন থেকে নির্বচিত হন। বীরভদ্র সিং সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও কৃষি মন্ত্রী ছিলেন তিনি। ২০০৭ সালের আগস্ট থেকে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশের পরিবহন মন্ত্রীও ছিলেন তিনি।

তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় টুইটারে দুঃখপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তামিলনাড়ুর বিরধুনগরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ১১ জন শ্রমিকের। এই ঘটনায় টুইটারে দুঃখপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি লেখেন, বিরুধুনগরের এই ঘটনা ভীষণ দুঃখজনক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আশা করব শীঘ্রই তাঁরা সেরে উঠবেন।

তিনি টুইট করে আরও জানিয়েছেন, এই ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লাখ এবং গুরুতর আহতদেরকে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ ওই বাজিকারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কালো ধোঁয়ার ঢেকে যায় ঘটনাস্থল। দাহ্যবস্তু বেশি থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কারখানায় কর্মরত বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকে পড়েন ভিতরেই। ছুটে যায় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। ইতিমধ্যে প্রায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। আহত হয়েছেন প্রায় ৩৬ জন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় শিবকাশি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার /

যাঁর জন্য তৃণমূল ছেড়েছিলেন, সেই দীনেশকে ফোনে স্বাগত জানালেন অর্জুন

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দীনেশ ত্রিবেদীর জন্য একদিন তৃণমূল ছেড়েছিলেন তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতা অর্জুন সিং। শুক্রবার সেই দীনেশ ত্রিবেদী বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর তাঁকেই ফোন করে স্বাগত জানালেন অর্জুনবাবু।২০১৯ সালে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার আশায় ছিলেন অর্জুন সিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীনেশবাবু টিকিট পাওয়ায় দল ছাড়েন অর্জুন সিং। এরপর বিজেপি-তে যোগদান করে সেই ব্যারাকপুর আসন থেকেই লোকসভা নির্বাচনে দীনেশবাবুকে হারান তিনি। সেই সময় দীনেশ-অর্জুন বাকযুদ্ধ তুঙ্গে উঠেছিল। স্বভাবতই আশা করা হয়েছিল, দীনেশ ত্রিবেদী বিজেপি-তে এলে আপত্তি থাকবে অর্জুনের। কিন্তু কথায় বলে, "এভরিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার।" রাজনীতিতেও বোধ হয় তাই। রাজনৈতিক মহলকে অবাক করে দিয়ে অর্জুন জানিয়েছেন, দীনেশ ত্রিবেদীকে বিজেপি-তে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি। দীনেশ ত্রিবেদীকে ভাল মানুষ, অভিজ্ঞ রাজনীতিক বলেও প্রশংসা শোনা গিয়েছে অর্জুনের গলায়। এখানেই শেষ নয়, দীনেশ ত্রিবেদীকে নিজে ফোন করে তৃণমূল ছাড়ায় অভিনন্দনও জানিয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ। অর্জুনবাবুর দাবি, তিনি দীনেশবাবুকে জানিয়েছেন বিজেপি-তে একসঙ্গে তাঁরা আরও ভাল ভাবে কাজ করবেন।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দীনেশ ত্রিবেদীর পদত্যাগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া কৈলাশ-সৌগতর

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার রাজ্যসভা থেকে দীনেশ ত্রিবেদীর ইস্তফার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর রাজনৈতিক মহলে বিস্ময় দেখা দেয়। দীনেশ ত্রিবেদীর এই দলত্যাগ এতটাই আকস্মিক যে এ নিয়ে প্রথমে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে পরে অবশ্য একে একে অনেকেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন। সাংসদ সৌগত রায়ের বক্তব্য, "উনি দল ছেড়ে দেওয়ায় আমরা দুঃখিত। দীনেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিভিন্ন আলোচনায় তিনি আমাকে সে কথা বলেছিলেন। দিল্লির কিছু নেতাকেও বলেছিলেন। তবে উনি যে এভাবে দল ছেড়ে দেবেন, সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আমাদের ছিল না।"

বামেদের ধর্মঘটে উত্তেজনা ভাঙল গাড়ি

কলকাতা,১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): শহর জুড়ে আজ ধর্মঘট পালন করে বামেরা। গতকাল নবান্ন অভিযানে বামেদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমেছিল বামেরা। বামেদের ধর্মঘটে উত্তেজনায় ভাঙল গাড়ি। নজরে একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই শহর উতপ্ত বামেদের মিছিলে। বামেদের ডাকা ধর্মঘটে উত্তেজনা ছড়াল কলকাতা জুড়ে। বন্ধ করে দেওয়া হল দোকান। ভাঙচুর করা হল গাড়িতে।

বৃহস্পতিবার বেকারদের চাকরি, রাজ্যে নতুন শিল্প সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় সিপিএমের যুব সংগঠন ডি ওয়াই এফ। হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে দুটি মিছিল এসে মিলিত হওয়ার কথা ছিল কলেজস্ট্রিটে। এমনকি বাম নেতৃত্ব জানিয়েছিল হাওড়া স্টেশনের কাছ থেকে মিছিল করে কলকাতায় যাওয়া হবে।

সেখান থেকে অভিযান হবে। যদিও হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। হাওড়ার দিক থেকে যদি অভিযান হয় সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের আটকানোর জন্য হাওড়া শহরে মোট ছয়টি জায়গায় ব্যারিকেড করে তাদের আটকানো ব্যবস্থা নেয়া হয়। হাওড়া রেল মিউজিয়াম , বাঁশতলা ঘাট, ফরশর রোড,মল্লিক ফটক, বেতর মোড় লক্ষ্মীনারায়ণ তলার এই বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া নজরদারি ও ব্যারিকেড করে তাদের আটকানো ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরপরই ডোকারস লেনে বামেদের মিছিল পুলিশ আটকাতেই উতপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এরপরেই পুলিশের আক্রামনতক আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বন্ধের ডাক দিয়েছে বামেরা। এন্টালি থেকে কলেজস্ট্রিট পর্যন্ত ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বাম-কংগ্রেসের।

ঝাড়গ্রামে ছাত্রীকে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানোর অভিযোগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

ঝাড়গ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠানোর অভিযোগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামের মানুষজনেরা। প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষককে পৃথক দুটি কক্ষে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় গ্রামের মানুষ জন।গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছালে ওই প্রধান শিক্ষক ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন।যদিও পরে তিনি পুলিশ এবং গ্রামবাসীদের চাপে দরজা খুলে দেন। ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার বেলপাহাড়ি থানার বামনুডিহা গ্রামের বামুনডিহা হাইস্কুলে(উচ্চমাধ্যমিক)।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দিনের দিনের পর দিন বিদ্যালের প্রধান শিক্ষক শ্যামল ব্যানর্জি বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেনীর এক ছাত্রীকে অশ্লীল নানা ম্যাসেজ পাঠিয়েছেন হোয়াটস অ্যাপে।এদিন গ্রামের মানুষ জন ওই ম্যাসেজ গুলির স্ক্রিন শট নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জাবাব দিহি চাওয়া হয়।কেন তিনি ওই ছাত্রীকে নোংরা ম্যাসেজ করেছেন এবং কি উদ্দেশ্য তা জানাতে চান গ্রামের মানুষ,অভিভাবকেরা।যদিও গ্রামবাসীদের প্রশ্নের সামনে তিনি পুরো পুরি নীরব থেকেছেন।ওই প্রধান শিক্ষককে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেও কেটে দেন।গ্রামবাসীদের অভিযোগ বামুনডিহা গ্রামের পাশের গ্রাম বৈষ্ণবপুর গ্রামের ছাত্রীকে রীতিমত মানসিক চাপে রেখে তাকে দিনের পর দিন অশ্লীল নানা ম্যাসেজ করে গিয়েছেন বেশ কয়েক দিন ধরেই।প্রথম দিকে ছাত্রীটি ভয়ে কিছু না বললেও পরে বিষয় টি জানা জানি হয়। এবং এদিন শুক্রবার বিদ্যালয় খুলতেই গ্রামবাসীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।তার বিদ্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান।গ্রামবাসীদের দাবি ওই প্রধান শিক্ষককে এই ঘটনার জন্য শাস্তী দেওয়া হোক,তাকে এই বিদ্যালয় থেকে অন্যত্র পিঠিয়ে দেওয়া হোক। বিদ্যলায় পরিচালন কমিটির সভাপতি মার্জিতা কর বলেন " গ্রামবাসীরা আমায় বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন।আমি এখন বাইরে আছি।আমি গ্রামবাসী, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনায় বসব।তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব"।প্রধান শিক্ষকের এই হেন আচরনে গ্রামের মধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।যদিও এই নিয়ে কোন কথাই বলতে চান নি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল ব্যানর্জি।

সুন্দরবনে বেসরকারি স্কুলের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ রাজ্যপালের

বাসন্তী, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবার সস্ত্রীক দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত জয়গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের অন্তর্গত হলডর টপসো এডুকেশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এখানে তাঁকে বারুইপুর জেলা পুলিশের তরফ থেকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। সুন্দরবনে পড়াশুনার মান উন্নয়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এদিন ১১ লক্ষ টাকা দানের কথা ঘোষণাও করেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি এদিনও নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নাম না করে রাজ্য সরকারকে এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মী যারা নিজেদেরকে সরকারি কর্মীর পরিবর্তে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে মনে করছেন তাঁদেরকে কটাক্ষ করেন রাজ্যপাল।

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, " রাজনীতি নিয়ে আমার কোন লেনদেন নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের সীমায় থেকে কাজ করুক। যারা সরকারি চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে পেয়েছেন। তাঁরা মানুষের জন্য কাজ করবেন। তাঁদের রাজনৈতিক দলের জন্য কাজ কড়া উচিৎ নয়। সংবিধান মেনেই সরকারি কর্মীদের কাজ করার জন্য অনুরোধ করবো। না হলে তাঁদেরকেই সমস্যায় পড়তে হবে।" এছাড়া তিনি আরও বলেন, " এই রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। কিছু মানুষ আইনকে পকেটে নিয়ে সাধারন মানুষকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছেন।

আমি বলবো ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেউ ভয় দেখালে আমাকে জানান। আমি আপনাদের রক্ষা করবো।" এই পশ্চিমবাংলা সোনার বাংলা হবে যদি সকলে সকলের কাজটা ঠিকমতো করেন, এই মন্তব্য ও করেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি আমফান দুর্নীতি নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন রাজ্যপাল। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

তামিলনাড়ুর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ, মৃত ১১ জন

তামিলনাড়ু, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তামিলনাড়ুর বিরধুনগরে বাজি কারখানায় মারাত্মক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে। প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় সঙ্গে সঙ্গে কারখানাটিতে আগুন ধরে যায়। আগুনে ঝলসে কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর আহত ২০ জনেরও বেশি। জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ ওই বাজিকারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। প্রবল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কালো ধোঁয়ার ঢেকে যায় ঘটনাস্থল। ছুটে যায় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। তবে বিকেল পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি বলে খবর। ইতিমধ্যে প্রায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, সাথুরের কাছে এই বাজি কারখানাটিতে সকাল থেকেই বাজি তৈরি হচ্ছিল। কোনও কারণে বাজির মশলা তৈরির সময় বিস্ফোরণ হয়। দাহ্যবস্তু বেশি থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কারখানায় কর্মরত বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকে পড়েন ভিতরেই। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয় ১১ জনের। আহত হয়েছেন প্রায় ৩৬ জন। তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় শিবকাশি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কংগ্রেস ও সেকুলার ফ্রন্টকে ধন্যবাদ বামফ্রন্টের

কলকাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বামপন্থী ও সহযোগী দলসমূহ শুক্রবার হরতাল ডাকলেও একে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট সমর্থন ও সফল করায় তাদের ধন্যবাদ জানাল বামফ্রন্ট।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এদিন এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়ে লেখেন, "১১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রযুবদের শান্তিপূর্ণ নবান্ন অভিযানের ওপর কলকাতা পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে শিক্ষার উন্নয়ন, চাকরি ও শূন্যপদে নিয়োগের ন্যায়সঙ্গত দাবির গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর ন্যক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে আজকের ১২ ঘন্টার ধর্মঘট পূর্বাহ্নে প্রচার না করা সত্ত্বেও সাধারণভাবে সফল হয়েছে। দু'একটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া সর্বত্রই ধর্মঘট জনগণের সমর্থনপুষ্ট হয়েছে। কালকের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ ১২ ঘন্টার ধর্মঘট ডাকার জন্য যে সব নিত্যযাত্রীদের কিছু অসুবিধা হয়েছে তার জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু ধর্মঘট জনগণের সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় আমরা বাংলার জনগণকে অভিনন্দন জানাই। বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, তাৎক্ষণিক প্রচার সত্ত্বেও শুক্রবার ধর্মঘটের প্রভাব দেখা গেছে রাজ্যজুড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ গতকালের পুলিশী বর্বরতার ছবি দেখে ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ করেছেন, ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। ধর্মঘটের সমর্থনে সকাল থেকে শুরু হয় মিছিল, রাস্তা ও রেললাইনে অবস্থান হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/

ভোটের মুখে কুমড়ো হাতে নাচ করলেন মদন মিত্র

কলকাতা,১২ ফেব্রুয়ারি (হি স): শুক্রবার কাঁকিনাড়ায় কুমড়ো হাতে নাচ করলে তৃণমূল নেতা মদন মিত্র। আর মাত্র কয়েকদিন পরেই নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে এদিন কাঁকিনাড়ায় মঞ্চেই কুমড়ো কাটলেন মদন মিত্র।

মদন মিত্রের নতুন মিউজিক ভিডিও প্রকাশিত হয়।'ভাটপাড়ায় খেলা শুরু আজ থেকেই', মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করে বললেন মদন মিত্র। এদিন মদন মিত্র বলেন, "কোটি কোটি টাকার কুমড়ো কিনছে বিজেপি। এদিকে কৃষকদের হাতে চাল না দিয়ে চাল কুমড়োও দিচ্ছে না। কোটি কোটি কৃষক না খেতে পেয়ে মরছে। আর অন্ধকার রুমে বিল পাশ করিয়ে নিচ্ছে একতরফা"। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

অসমে ২০২১-২২ অর্থবর্ষের ৬০,৭৮৪.০৩ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ অর্থমন্ত্রীর, কমছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম

গুয়াহাটি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম বিধানসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে সনোয়াল সরকারের অন্তিম বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে আগামী ছয় মাসের জন্য ৬০,৭৮৪.০৩ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ অন্তর্বর্তী বাজেট (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী হিসেবে পাঁচবার বাজেট পেশের সুযোগ পাওয়ায় ড় শর্মা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাজেট ভাষণে মন্ত্রী জানান, আজ শুক্রবার রাত থেকে রাজ্যে শুক্রবার থেকে রাজ্যে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য প্রতি লিটারে পাঁচ টাকা করে কমবে। বাতিল করা হয়েছে মদের ওপর বলবৎ ২৫ শতাংশ উপকর। জানান, কোভিড পরিস্থিতিতে মদ এবং পেট্রোল-ডিজেলের ওপর উপকর বলবৎ করা হয়েছিল। কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় উপকর বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকাদের বেতন ৫০০ টাকা করে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। ৬১.৫০২ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৫৬,০০৮ জন সহায়িকা এই সুবিধা লাভ করবেন। অন্যদিকে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করবে, জানান অর্থমন্ত্রী। তবে চা বাগান ধন পুরস্কার মেলার দ্বারা উপকৃত হয়েছেন ৭.৫ লক্ষ সুবিধাভোগী।

২০১৬ সালে রাজ্য জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩ জুন অসমের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দাখিলকৃত শ্বেতপত্রের স্মৃতিচারণ করে রাজ্যের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে কীভাবে চাঙ্গা করা হয়েছে তার বিস্তৃত তথ্য তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রূপকেঁ ওর জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালা রচিত কবিতার দুই পঙক্তি উচ্চারণ করে ২০১৯ অর্থবর্ষে রাজ্যের মাথাপিছু আয় ২০,৬৯২ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে বলে জানান তিনি। অসমে বিকাশের হার ৮ শতাংশের বেশি হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান, রাজ্যের কর রাজস্বের পরিমাণও ১৬,৫২৮ কোটি টাকা হয়েছে। ঘরুয়া উৎপাদনের হার বেড়েছে ৭.৭১ শতাংশ। এছাড়া, কাঁচা তেলের রয়েল্টি হিসেবে অসম ৭,৭৫৬ কোটি টাকা লাভ করেছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

বাজেট ভাষণে মন্ত্রী আরও জানান, কামাখ্যা মন্দিরের উন্নয়নে ৩০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া কনকলতা মহিলা সবলীকরণ প্রকল্পের বলে ১,৯৯,৭০৫টি আত্মসহায়ক গোষ্ঠী উপকৃত হয়েছে। ১৫ থেকে ১৮ কন্যা সন্তানকে ৪০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে জানিয়েছেন মন্ত্রী। এভাবে, অসম মালা প্রকল্পের অধীনে ৮,২১০ কোটি টাকা ধার্য করে রাজ্যের রাস্তাঘাটের উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অসম মালার অধীনে নির্মাণ হবে ৮৯০ কিলোমিটার রাস্তা। অরুণোদয় প্রকল্পে ১৭,২৫,৫৯০ জন মহিলা উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে অর্থের পরিমাণ ৮৩০ থেকে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৫০০ জন মহিলাকে। উত্তরণের ১২৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে। এছাড়া রাজ্যের চা বাগান অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ হবে ৮৯৬ কিলোমিটার। কেবল তা-ই নয়, অসম দর্শন প্রকল্পের দরুন উপকৃত হয়েছে রাজ্যের ৯১৫টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে, বাজেট ভাষণে জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি জানান, ৮,৭৫৬টি নামঘরে আড়াই লক্ষ করে ইতিমধ্যে অনুদান দেওয়া হয়েছে মোট ২১৮ কোটি টাকা। জানান, রাজ্যের ৮৭০টি সেতুর কাজ চলছে তীব্রগতিতে। ১০০০টি সেতুকে পাকা করার পাশাপাশি রেলওয়ে অভারব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাম ছাত্র যুবদের উপর পুলিশের হামলার অভিযোগ এনে শুক্রবার আগরতলায় মিছিল। ছবি নিজস্ব।

দল পরিচালনার ভার কর্পোরেটের হাতে গিয়েছে কার্যত তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ দীনেশ ত্রিবেদীর

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে কার্যত তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন দীনেশ ত্রিবেদী। সংসদ ভবন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, দল পরিচালনার ভার কর্পোরেটের হাতে চলে গিয়েছে। অযোগ্য লোককে বসানো হয়েছে দলের নেতৃত্বে।

এদিন পদত্যাগী সাংসদ বলেন, 'সহ্য করতে করতে সমস্ত মানুষকেই একদিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমার তো সাড়ে পাঁচ বছরের কার্যকাল বাকি ছিল। আরামে বড় বাংলোয় থাকতে পারতাম। কিন্তু আমরা যখন সার্বজনিক জীবনে আসি তখন এসব ভাবি না'।

সঙ্গে দল পরিচালনা ও দলের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। বলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলবো? কারও কাছে সময় নেই। আর দলের পরিচালনার ভার যখন কর্পোরেট কোম্পানির হাতে চলে যায় তখন কথা বলে লাভ কী? যে রাজনীতির ক — খ জানে না সে আমাদের নেতা হয়ে গিয়েছে'।

বিজেপিতে যোগদানের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, 'আপাতত আমি নিজের সঙ্গে নিজে থাকব। যেমনটা রেলমন্ত্রক ছাড়ার পর ছিলাম। আমার জন্য দেশ বড়। গোটা বিশ্ব এখন ভারতকে দেখছে। তার মধ্যে সারাদিন রাজনীতির ময়দানে যে ভাবে গালাগালি দেওয়া হচ্ছে এভাবে দেশ চলে না। ইস্তফা দিয়ে অনেকটা হালকা লাগছে'।

শুক্রবার রাজ্যসভায় সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণা করেন দীনেশ ত্রিবেদী। এব্যাপারে তৃণমূলের কারও কাছেই কোনও খবর ছিল না। তাঁর হঠাৎ ইস্তফায় রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় চলছে। দেরি না করে দীনেশবাবুকে দলে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। প্রত্যাশিতভাবে তাঁকে আক্রমণ শুরু করেছে তৃণমূল।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত স্কুটি চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করেছে।এদিকে শ্রীনগর থানা এলাকার মলয় নগর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি মারুতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তাতে মারুতি গাড়ির চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়।আহত মারুতি গাড়ির চালকের নাম চন্দন দাস।তার বাড়ি মনি নগর এলাকাতেই।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুটি ক্ষেত্রেই চালকদের অসাবধানতার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ উভয় ক্ষেত্রেই মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

কাজ করছে। তিনি বলেন, একটি শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশের উপর। এই বিষয়টির দিকে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে নজর দিয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে তাছাড়াও বক্তব্য রাখেন নেশন্যাল হাইওয়ে এণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ডিরেক্টর মীনাক্ষি মিশ্র, নেশন্যাল ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ফাউণ্ডেশন ফর নিউট্রিশন-র সিনিয়র ম্যানেজার ডা. এম জয়কৃষ্ণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম কে ধর। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন মোহনপুর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষিকা হিমাদ্রী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর দাস।

আশাকর্মীরা

● **প্রথম পাতার পর**

পরীক্ষা এমনকি প্রসবকালীন কোনও টিকাও নেওয়া হয়নি তার।

গত ৮ ফেবয়ারি প্রসব যন্ত্রনা উঠলে সিপান মালাকারকে তার দিদি বুংনান প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত আলগাপুরে তার ভাইয়ের বাড়িতে রেখে চলে যায়। খবর পেয়ে আলগাপুর উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আশাকর্মী বেবী দাস প্রসব যন্ত্রনায় কাতর সিপন দেবীকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

৮ ফেবয়ারি জেলা হাসপাতালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন সিপন মালাকার। মা ও মেয়ে এখন সুস্থ। রাজ্যের সব মানুষের কাছে যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে যাচ্ছে তার অন্যতম নিদর্শন আশাকর্মী বেবী দাস। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বগাফায় ধান চাষে প্রশিক্ষণ দিল দপ্তরকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ ফেব্রুয়ারি।। কৃষকদের মাঠে নেমে ধানের চারা রোপনের প্রশিক্ষন দিলো বগাফা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। কৃষকদের আয় দ্বীগুন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্যসরকার। রাজ্যসরকারের চিন্তাভাবনাকে সফল করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে বগাফা কৃষি দপ্তর। আজ বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে বগাফা বাজার সংলগ্ন এলাকায় কৃষকদের কৃষিজ জমিতে এস আর আই পদ্বতিতে ধানের চারা রোপন করলো বগাফা কৃষি আধিকারিকরা। আজকে কৃষকদের কৃষি জমিতে ধানের চারা রোপনে অংশগ্রহন করে শান্তির বাজার কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মজুমদার, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস সহ কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। আজকের এই ধানের চারা রোপনে কৃষকদের উৎসাহ উদ্দিপনা ছিলো লক্ষ্যনীয়।

এদিকে, বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার কমিউনিটিহলে অনুষ্ঠিতহয় কৃষি বিষয়ক সচেতনতা শিবির। আজ বেলা ১২ ঘটিকায় বগাফা কৃষি দপ্তরের কৃষি তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাসের উদ্দ্যোগে বগাফা ব্লক ও জোলাইবাড়ী ব্লকের জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের নিয়ে শান্তির বাজার কমিউনিটিহলে কৃষি বিষয়ক সচেতনা শিবির অনুষ্ঠীত হয়। আজকের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষি তত্বাবধায়ক সুজীত কুমার দাস, বগাফা ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান গৌরী শঙ্কর রিয়াং, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ সহ অন্যান্য আধিককারিকরা। কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের জন্য কি কি সুবীধারয়েছে এই সম্পর্কে সচেতন করতে কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে আজকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাযায়। আজকের এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস।

জরিমানা

● **প্রথম পাতার পর**

দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। আজ সাজা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত সঞ্জীব পাল-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ ধারায় ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া ৪১৭ ধারায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। অরবিন্দ বাবু বলেন, দুটি সাজা একই সাথে চলবে। তিনি জানান, ৩৭৬ ধারায় আসামি-কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ২ বছরের অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। সাথে ৪১৭ ধারায় ১০ হাজার জরিমানা করেছে আদালত। অনাদায়ে ৩ মাসের অতিরিক্ত কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন বিচারক।

আদালত নির্দেশ দিয়েছে, জরিমানা-র পুরো অর্থ নির্যাতিতার সন্তানের নামে জাতীয় ব্যাঙ্ক-এ ৫ বছরের জন্য ফিক্সড করতে হবে। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা লিগাল সার্ভিস অথরিটিকে আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ত্রিপুরা ওমেন ভিকটিম কম্পেন্সেশন স্কিমে তিন লক্ষ কিংবা চার লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল রেডক্রস সোসাইটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ ফেব্রুয়ারি।। গত এগারো ফেব্রুয়ারি ভোর বেলায় ব্রয়লার ফার্ম থেকে আগুন লেগে সর্বস্বান্ত হওয়া উদয়পুর খিলপাড়া জোড়া দিঘির দক্ষিণ মধ্য পাড়ার মোনাফ মিঞার বাড়িতে ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর , পর্যটন ও পরিবহন মন্ত্রীর নগদ টাকা সাহায্যের পর আজ গোমতি জেলা রেডক্রস সোসাইটির পক্ষ থেকে শীত বস্ত্র, বাসন পত্র সহ বিভিন্ন সামগ্রী মোনাফ মিঞার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আজকে দুপুর বেলা গোমতি জেলা রেডক্রস সোসাইটির সভাপতি মাখন লাল আচার্য সহ রেডক্রস সোসাইটির গোমতি জেলার সদস্যরা মোনাফ মিঞার পরিবারের হাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেন। মোনাফ মিঞার পরিবারের সদস্যরা এই সামগ্রী পাওয়ার সাথে সাথে সরকারী সাহায্য যাতে দ্রুত পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন। রেডক্রসসোসাইটি কয়েক দিন আগে উদয়পুর মহারানি ছয়ঘড়িয়া এলাকার অগ্নি কান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দেবনাথ পরিবারের হাতে ও প্রয়োজনীয় গৃহস্থালি সামগ্রী তুলে দেন।

মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে আসে। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোস্তাক আলীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং আড়াই বছরের একটি শিশু সন্তান রয়েছে। মোস্তাক আলী মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

এডিসি

● **প্রথম পাতার পর**

বিভাগীয় কমিটির সভাপতি সম্পাদক এবং যুব সংগঠন ,মহিলা সংগঠন এবং কর্মচারী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। টানা তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বৈঠকে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আতাত গঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।দীর্ঘ আলোচনা ও চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় জেলা পরিষদ নির্বাচনে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের গঠিত ত্রিপুরা মোথার সঙ্গে আতাত গঠন করে আইএনপিটি দল জেলা পরিষদ নির্বাচনে লড়াই করবে।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইএনবিডি দলের সাধারণ সম্পাদক জগদিস দেববর্মা জানান, দলের এই সিদ্ধান্ত দু-একদিনের মধ্যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকে ভিলেজ কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।ভিলেজ কমিটির নির্বাচনের জন্য সঠিকভাবে সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইএনপিটি দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা।

কেন্দ্রীয়

● **প্রথম পাতার পর**

প্রকল্পে কাজ করে অর্থের সংস্থান করে থাকেন। এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ার ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষজন সমস্যার সম্মুখীন হবেন। গ্রামীণ কর্মসংস্থান এর ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসবে।এছাড়া কৃষি, সমাজকল্যাণ ,স্বাস্থ্য, শিশু ও মহিলা কল্যাণ ক্ষেত্রেও বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেটকে বেইমানীর বাজেট বলেও আখ্যায়িত করেন নেতৃবৃন্দ।কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের একটি বাজেট প্রস্তাব পেশ করে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেও অভিযোগ করেন ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। এই বাজেট কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে তারা স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করে রাজ্য জুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সমিতি

● **প্রথম পাতার পর**

এসে সমবেত হয়। সেখান থেকে এক প্রতিনিধি দল পুরো নিগমের কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশনে ও স্মারকলিপি তুলে দেন।

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত জমায়াতের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস বলেন দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্যেও আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আগরতলা পৌর নিগমএলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের নারীরা চারটি জোনাল অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।শুক্রবার পৌর নিগমের কমিশনারের কাছে দাবি সনদ তুলে দিয়ে এসব দাবি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। নারী নেত্রী রমাদাস অভিযোগ করেছেন সরকার পরিবর্তনের পর রাজ্যের বহু সংখ্যক সামাজিক ভাতা কেটে দেওয়া হয়েছে।

অবিলম্বে তাদের জন্য পুনরায় ভাতাচালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। নারী নেত্রী বলেন রাজ্যে কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব মেহনতী শ্রমিক অংশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং মজুরি ৩৪০ টাকা করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন। নারীনেত্রী রমা দাস জানিয়েছেন অবিলম্বে এসব বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

চিনের হাতে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'কাপুরুষ' আখ্যা দিয়ে আরও তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সকালে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন কাপুরুষ, যিনি চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন না। তিনি সেনার ত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কমিটির সদর দফতরে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল গান্ধী বলেন, 'দেশের ভূখণ্ডকে সুরক্ষিত রাখা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। তিনি কীভাবে করবেন সেটা তাঁর সমস্যা, আমার নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একজন কাপুরুষ, যিনি চিনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন না। সেনাবাহিনীর ত্যাগের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমাননা করছেন তিনি। এমনটা করার অধিকার কারও নেই।'

পূর্ব লাদাখে "বর্তমান পরিস্থিতি" নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ওই বিবৃতি প্রসঙ্গে শুক্রবার রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'বৃহস্পতিবার পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ফিঙ্গার ৪ পর্যন্ত আমাদের ভূখণ্ড, এখন আমাদের ফিঙ্গার ৪ থেকে ফিঙ্গার ৩ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে সেনাকে, ফিঙ্গার ৩ থেকে ফিঙ্গার ৪ পর্যন্ত ভারতের পবিত্র জমি চিনকে দিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।'

রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিশেন রেড্ডি বলেছেন, 'ভারতের ভূখণ্ড চিনকে কে দিয়েছে, তা জানার জন্য নিজের দাদুকে (জওহরলাল নেহেরু) জিজ্ঞাসা করতে পারেন তিনি। তবেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন। কে দেশপ্রেমিক এবং কে নয়, তা জনগণই ঠিক করবে।'

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ডিজিট্যাল ইণ্ডিয়া গড়ে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। তখন থেকে আমাদের রাজ্যেও ট্যুইটার, ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমগুলির ব্যাপক প্রসার শুরু হয়েছে। রাজ্যের জনগণও বিভিন্ন দিক দিয়ে উপকৃত হচ্ছেন। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে একসঙ্গে ১৮ কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে। তাতে রাজ্যের ব্যাপক অংশের কৃষকও উপকৃত হয়েছেন। তিনি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে জনকল্যাণে গৃহীত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার ক্ষেত্রে যুব সমাজের এগিয়ে আসাতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

কর্মশালায় দেশের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সোস্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুশান্ত সিনহা বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। সোস্যাল মিডিয়ায় ট্যুইটার, ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনাগুলি সহজেই জনগণের মধ্যে পৌঁছানো যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে ট্যুইটার জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। ট্যুইটারের মাধ্যমেই রাজ্যে কি কি উন্নয়ন হয়েছে তা দেশ বিদেশের মানুষও জানতে পারবে। সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার দেশ ও রাজ্যের ভালোর জন্যই ব্যবহার করা বা'নীয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

কর্মশালায় দিল্লি থেকে আগত সোস্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ অপূর্বা সিং বলেন, সোস্যাল মিডিয়া এমন একটি মাধ্যম যা দ্রত তথ্য আদান প্রদান করতে পারে। দেশে বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সময়কালেই দেশে মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা সহজতর হয়েছে। যার সুফল এখন দেশবাসী পাচ্ছেন। কর্মশালায় ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, মানুষের জ্ঞান লাভের পরিধিকে আরও প্রসারিত করতে সামাজিক মাধ্যম অন্যতম ভূমিকা নিতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি যুব সম্পদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক মজমদার।

বৃদ্ধি পেল

● **প্রথম পাতার পর**

করতে পেরেছে বলেই আজ বৈঠকে এই চুক্তি করা সম্ভব হয়েছে। শ্রমিকরা যেন কোনভাবেই ব'ি না হন সেদিকে নিগম সব সময়ই সচেতন রয়েছে। আজ ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য তিনি চা বাগানের শ্রমিক, মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান।

াঙ্গন

সবুজ-মেরুন কার্যত নিশ্চিতই পরীক্ষা কঠিন লাল-হলুদের

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। প্রথম দল হিসেবে সপ্তম আইএসএলে প্লে-অফে খেলা মুম্বই সিটি এফসি ইতিমধ্যেই নিশ্চিত করে ফেলেছে। এটিকে-মোহনবাগানের শেষ চারে যোগ্যতা অর্জন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। প্লে-অফে বাকি দু''টি দল কারা হবে? এসসি ইস্টবেঙ্গল কি পারবে অভিষেকের মরসুমেই দেশের সর্বোচ্চ লিগে প্রথম চারটি দলের মধ্যে জায়গা করে নিতে?মুম্বই সিটি এফসি (১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট): প্লে-অফে খেলা চূড়ান্ত করার জন্য উগো বুমোস-দের দরকার ছিল মাত্র এক পয়েন্ট। গত সোমবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ড্র করে লক্ষ্যপূরণ করে ফেলেছে মুম্বই। শেষ চারটি ম্যাচে সের্খিয়ো লোবেরা-র দলের লড়াই বেঙ্গালুরু এফসি (১৫ ফেব্রুয়ারি), জামশেদপুর এফসি (২০ ফেব্রুয়ারি), ওড়িশা এফসি (২৪ ফেব্রুয়ারি)। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ২৮ ফেব্রুয়ারি এটিকে-মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্বৈরথের উপরেই নির্ভর করবে লিগ পর্বে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষ স্থানে থেকে প্লে-অফ খেলবে কোন দল।এটিকে-মোহনবাগান (১৬ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট): প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের জন্য রয় কৃষ্ণদের দরকার মাত্র এক পয়েন্ট। হাতে রয়েছে চারটি ম্যাচ। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ জামশেদপুর এফসি। ১৯ ফেব্রুয়ারি আইএসএলের ফিরতি ডার্বিতে এটিকে-মোহনবাগানের লড়াই এসসি ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। ২২ ফেব্রুয়ারি লড়াই প্লে-অফের দৌড়ে থাকা হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রতিপক্ষ মুম্বই সিটি এফসি। সবুজ-মেরুনের স্পেনীয় কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের পাখির চোখ এখন শীর্ষ স্থান পুনরুদ্ধার করা।এফসি গোয়া: (১৬ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট): আইএসএলে লিগ টেবলে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করা নিয়ে আটটি দলের মধ্যে লড়াই তুঙ্গে। এই মুহূর্তে তিন নম্বরে থাকলেও গোয়া শিবিরে খুব একটা স্বস্তি নেই। কারণ, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে থাকা হায়দরাবাদ এফসি ও নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডেরও ১৬ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট। গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইগর আঙ্গুলো-রা। বাকি চারটি ম্যাচে গোয়ার প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি (১৩ ফেব্রুয়ারি), ওড়িশা এফসি (১৭ ফেব্রুয়ারি), বেঙ্গালুরু এফসি (২১ ফেব্রুয়ারি) ও হায়দরাবাদ এফসি (২৮ ফেব্রুয়ারি)। প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইগর-দের প্রয়োজন অন্তত নয় পয়েন্ট। অর্থাত তিনটি ম্যাচ জিতে ৩২ পয়েন্ট অর্জন করতে হবে তাঁদের। তা না হলে তাকিয়ে থাকতে হবে ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করা হায়দরাবাদ ও নর্থ ইস্টের দিকে।হায়দরাবাদ এফসি (১৬ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট): কঠিন লড়াইয়ের সামনে হায়দরাবাদ। শেষ চারটি ম্যাচে নিজামের শহরের দলের প্রতিপক্ষ এসসি ইস্টবেঙ্গল (১২ ফেব্রুয়ারি), কেরল ব্লাস্টার্স (১৬ ফেব্রুয়ারি), এটিকে-মোহনবাগান (২২ ফেব্রুয়ারি) ও এফসি গোয়া (২৮ ফেব্রুয়ারি)। চারটি ম্যাচে যদি জেতে হায়দরাবাদ, তা হলে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জন করবে। কারণ গোয়া ৩২ পয়েন্টের বেশি সংগ্রহ করতে পারবে না। কিন্তু হায়দরাবাদ যদি ৩০ পয়েন্টের বেশি তুলতে না পারে, তা হলেই সমস্যা।আলোচনা ফাওলার-মাগোমার।নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি (১৬ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট): অন্তর্বর্তীকালীন কোচ খালিদ জামিলের হাত ধরে নাটকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন ডেসহর্ন ব্রাউন-রা। টানা ছ''টি ম্যাচে অপরাজিত নর্থ ইস্ট। জয় ও ড্র তিনটি করে ম্যাচে। গোয়া ও হায়দরাবাদের সঙ্গে পয়েন্ট সমান হলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে তারা। শেষ চারটি ম্যাচে নর্থ ইস্টের প্রতিপক্ষ ওড়িশা এফসি (১৪ ফেব্রুয়ারি), চেন্নাইয়িন এফসি (১৮ ফেব্রুয়ারি), এসসি ইস্টবেঙ্গল (২৩ ফেব্রুয়ারি) ও কেরল ব্লাস্টার্স (২৬ ফেব্রুয়ারি)। সব কটি জিতলেও খালিদ জামিলের দলকে তাকিয়ে থাকতে হবে গোয়া বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচের ফলের দিকে।জামশেদপুর এফসি (১৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট): চেন্নাইয়িন এফসি-কে হারিয়ে লিগ টেবলের ছবিটাই বদলে দিয়েছে আওয়েন কয়েলের দল। বেঙ্গালুরুকে টপকে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে জামশেদপুর এফসি। নেরিউস ভালকিসদের খেলা বাকি রয়েছে এটিকে-মোহনবাগান (১৪ ফেব্রুয়ারি), মুম্বই সিটি এফসি (২০ ফেব্রুয়ারি) ও বেঙ্গালুরু এফসি-র (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিরুদ্ধে। তিনটি ম্যাচ জিতলে ৩০ পয়েন্ট হবে জামশেদপুরের। তবে প্লে-অফে খেলা নিশ্চিত করার জন্য অপেক্ষা করতে হবে গোয়া, নর্থ ইস্ট ও হায়দরাবাদের পয়েন্ট নষ্ট করার জন্য।বেঙ্গালুরু এফসি (১৭ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট): এটিকে-মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ০-২ হারের ফলে সুনীল ছেত্রীদের প্লে-অফে খেলা কঠিন হয়ে গিয়েছে। তবে সম্ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। বাকি তিনটি ম্যাচে বেঙ্গালুরু মুখোমুখি হবে মুম্বই সিটি এফসি (১৫ ফেব্রুয়ারি), এফসি গোয়া (২১ ফেব্রুয়ারি) ও জামশেদপুর এফসি (২৫ ফেব্রুয়ারি)। তিনটি ম্যাচ জিতলে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করবেন সুনীলেরা। প্লে-অফে খেলার জন্য তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য দলগুলির দিকে। গোয়া, নর্থ ইস্ট ও হায়দরাবাদকে চার পয়েন্টের বেশি অর্জন করলে হবে না। অন্য দলগুলিকেও শেষ ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করতে হবে।

জিমির রিভার্স সুইং সামলাতে হবে না বিরাটদের

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। চেন্নাই: চিপকে দ্বিতীয় টেস্টে নামার আগে বিরাট-রোহিতদের জন্য সুখবর। জেমস অ্যান্ডারসনের রিভার্স সুইং সামলাতে হবে না ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের। কারণ দ্বিতীয় টেস্টে জেমস অ্যান্ডারসন-সহ চার ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দিল ইংল্যান্ড।শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। চিপকেই প্রথম টেস্টে ভারতকে ২২৭ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। ফলে চার টেস্টের সিরিজে ১-০ এগিয় থেকে শনিবার মাঠে নামছে রুট অ্যান্ড কোং। শুক্রবার ১২ সদস্যের নাম ঘোষণা করল ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্ডারসন ছাড়াও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ডোমিনিক বেস এবং জোস বাটলারকে। এছাড়াও চোটের কারণে আগেই দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন অল-রাউন্ডার জোফরা আর্চার। দ্বিতীয় টেস্টের দলে পাঁচটি পরিবর্তন করেছে ইংল্যান্ড। দলে এসেছেন মোয়েন আলি, স্টুয়ার্ট ব্রড, ক্রিস ওয়কস, বেন ফোওকস ও ওলি স্টোন। অ্যান্ডারসনকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল ইংল্যান্ড। সিরিজে ১-০ এগিয়ে থাকা সুইং মাস্টার অ্যান্ডারসনকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছিলেন ইংল্যান্ড কোচ ক্রিস সিলভারউড।চলতি বছরে ঠাসা সূচির কথা মাথায় রেখে রোটেশন পদ্ধতি ক্রিকেটারদের খেলাচ্ছে ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। ঠিক শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্ট খেলা জনি বেয়ারস্টোকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম দু''টি টেস্টে বিশ্রাম দেয় ইংল্যান্ড। ২০২১ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজের কথা ভেবে এই রোটেশনের পথে হাঁটছে রুটবাহিনী। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও সে পথে হাঁটল ইংল্যান্ড। আমদাবাদে পিঙ্ক বল টেস্টে তরতাজ পেতেই অ্যান্ডারসনকে বিশ্রাম দিল ইংল্যান্ড থিঙ্কট্যাঙ্ক। চিপকেই প্রথম টেস্টে অবশ্য জিমির রিভার্স সুইংয়ে কুপোকাত হয়েছিল ভারতীয় টপ-অর্ডার। প্রথম টেস্টের শেষ দিনে রিভার্স সুইংয়ে মাত্র ৫ ওভারে তিন উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডের জয় প্রস্থথ করেছিলেন জিমি। একই ওভারে গিল ও রাহানেকে তুলে নেওয়ার পর প্রথম ইনিংসে ভারতের সর্বোচ্চ রান করা ঋষভ পন্তকে প্যাভিলিয়নের পথে দেখিয়েছিলেন অ্যান্ডারসন। লাঞ্চের আগে ৭ ওভারে মাত্র ৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন জিমি। ৩৮ বছরের এই ইংরেজ পেসার ম্যাচের পাঁচটি উইকেট নিয়েছিলেন। অ্যান্ডারসনের পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে ব্রডকে। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান বাটলারকেও। তাঁর পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে দু'' বছর পর টেস্ট দলে ফিরলেন ফোওকস। দ্বিতীয় টেস্ট ইংল্যান্ড দল: জো রুট (ক্যাপ্টেন), ররি বার্নস, ডম সিবলে, ড্যানিয়েল লরেন্স, বেন স্টোকস, ওলি পোপ, মোয়েন আলি, জ্যাক লিচ, স্টুয়ার্ট ক্রিস ওয়কস, বেন ফোওকস ও ওলি স্টোন।

ক্লাব বিশ্বকাপ জিতে বায়ার্নের মুকুটে নয়া পালক

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের প্রাপ্তির মুকুটে যোগ হলো আরেকটি পালক। মেক্সিকোর দল তাইগ্রেসকে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা জিতল বায়ার্ন। এদিন জিতল বায়ার্ন। এদিন কাতারের এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে ফাইনালে ১-০ ব্যবধানে তাইগ্রেসকে হারায় বায়ার্ন মিউনিখ। বায়ার্নের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন বাঁজামাঁ পাভার্ড।এদিনের জয়ের ফলে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাল জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখ। স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে একই মরশুমে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক মিলে ছয় শিরোপার সবগুলোই জিতল বায়ার্ন।২০০৯ সালে পেপ গুয়ার্দিওলার কোচিংয়ে এই কীর্তি গড়েছিল মেসির বার্সেলোনা। বায়ার্ন মিউনিখ ছয়টি শিরোপার মধ্যে বায়ার্ন গত বছর জিতেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বুন্দেশলিগা, জার্মান কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও জার্মান সুপার কাপ।ক্লাব বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল গত বছর ডিসেম্বরে, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে তা পিছিয়ে যায়।সেই ক্লাব বিশ্বকাপ এদিন জিতে বায়ার্নের প্রাপ্তির মুকুটে যোগ হল আর একটি পালক। এদিন খেলার প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল বায়ার্ন ফুটবলাররা। খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় জার্মান ফরয়ার্ড জশুয়া কিমিচ জোরালো শটে তাইগ্রেসের জালে বল জালে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু ভিএআরের সাহায্য নিয়ে অফসাইডের বাঁশি বাজান ম্যাচ রেফারি।সেমি-ফাইনালে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসকে হারিয়ে উত্তর আমেরিকার প্রথম দল হিসেবে প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে আসা তাইগ্রেস খেলার ৩৫ মিনিটে আবারও গোল খেতে বসেছিল। কিন্তু লেরয় সানের শটে বল পোস্টে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় বায়ার্ন মিউনিখ। একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে তাইগ্রেসের রক্ষণে। কিন্তু তা থেকে গোলের দরজা খুলতে পারছিল না বায়ার্ন মিউনিখ ফুটবলাররা। অবশেষে ৫৯ মিনিটে গোলের দেখা পায় বায়ার্ন। কিমিচের ক্রসে লেওয়ানডোস্কির হেড বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেন তাইগ্রেস গোলরক্ষক। সেখানেই ফাঁকা পেয়ে বল জালে জড়িয়ে দেয় পাভার্ড।

মুলারের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ, ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। আর কয়েক ঘণ্টা পরে কাতারে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনাল। মুখোমুখি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন ও মেক্সিকান ক্লাব টাইগ্রেস। খেলা শুরুর কিছুটা আগেই সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত খবরটা পেল বায়ার্ন। দলের স্টার মিডফিল্ডার থমাস মুলার করোনা আক্রান্ত হয়ে ফাইনাল থেকে ছিটকে গেলেন। এমনটাই বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিল ফিফা মুলারকে না পাওয়াটা নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা বায়ার্নের জন্য। তাও এত বড় টুর্নামেন্টের ফাইনাল শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ছাড়া রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা কেমন খেলেন, সেটাই এখন দেখার! বায়ার্ন জানিয়েছে বৃহস্পতিবার বায়ার্ন টিমের সকলেরই করোনা পরীক্ষা হয়। একমাত্র মুলারেরই রিপোর্ট পজিটিভ এল। বায়ার্নের তৃতীয় ফুটবলার হিসাবে করোনা আক্রান্ত হলেন মুলার। এর আগে মিডফিল্ডার লিয়ঁ গোর্তেজকা এবং জাভি মার্টিনেজ দু''জনেই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। রিপোর্ট আসার পরে তাঁরা আর কাতারের বিমান ধরেননি। জার্মানিতেই থাকেন ও ক্লাবেই অনুশীলন করেন। গতবারের বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন গত সোমবার সেমিফাইনালে কাতারের আল আহলিকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল। দু''টি গোলই আসে লেওয়ানডস্কির পা থেকে। এই ম্যাচে ৬২ মিনিট মাঠে ছিলেন মুলার।এদিন কাতারের আল রায়ানে অবস্থিত এডুকেশন সিটি স্টেডিয়ামে টাইগ্রেসের মুখোমুখি হবে বায়ার্ন।

আর্চার না থাকলেও রুটদের বোলিং নিয়ে চিন্তা কমছে না কোহালিদের

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। ভারতীয় দলকে ২২৭ রানে হারিয়ে সিরিজের বাকি ম্যাচেও জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী জো রুট। ইংরেজ অধিনায়কের মতে, যে সাফল্যের দৌড় তাঁরা শুরু করেছেন, আগামী ম্যাচেও তা চলবে। জফ্রা আর্চারের চোট, চেন্নাইয়ে শনিবার এক সঙ্গে প্রথম একাদশে দেখা যেতে পারে স্টুয়ার্ট ব্রড এবং জেমস অ্যান্ডারসনকে।সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতলেও ইংল্যান্ড দলে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে। পূর্ব নির্ধারিত অনুযায়ী উইকেটকিপার জস বাটলার ফিরে যাচ্ছেন বিশ্রামে। দ্বিতীয় টেস্টে উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে দেখা যাবে বেন ফোকসকে। ১০০তম টেস্টে দ্বিশতরান করে ইতিহাস তৈরি করা রুট বলেন, "ভারতীয় পরিবেশে খেলার ব্যাপারে আমরা প্রতিদিন উন্নতি করছি। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও করতে পারছি। আমার মনে হয়ে এটাই সেরা সময় ম্যাচ জেতার। কোনও কারণ দেখছি না ম্যাচ হেরে যাওয়ার মতো।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-35/ EE/RD/TLM-DIV/20-21, Dt: 09/02/2021

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M** on **19/02 /2021 for 02(Two) Nos items for P A** system & 01 Nos item for computer & other accessories. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/ 8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-3167/21

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

আইপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় ২৯২ ক্রিকেটার, ঠাঁই অর্জুন তেণ্ডুলকরের, বাদ শ্রীসন্থ

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। নাম লিখিয়েছিলেন ১ হাজার ১১৪ জন ক্রিকেটার। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নিলামে উঠছেন মাত্র ২৯২ জন। এই ২৯২ জনের প্রতিই আগ্রহ দেখিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। বাকি আটশো''র বেশি ক্রিকেটারের ভাগ্যে এ বছর শিকে ছিঁড়ছে না। বৃহস্পতিবার রাতে এবারের নিলামের জন্য ক্রিকেটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে বিসিসিআই। এই ২৯২ জনের তালিকায় বিদেশি ক্রিকেটার ১২৫ জন। ১৬৪ জন ভারতীয় ক্রিকেটার। ৩ জন ক্রিকেটার অ্যাসোসিয়েট দেশের। একাধিক চমকপ্রদ নাম রয়েছে তালিকায়। তেমনই বাদ পড়েছেন শ্রীসন্থের মতো বিশ্বকাপজয়ী তারকা।আটটি ফ্র্যাঞ্জাইজি সব মিলিয়ে মোট ৬১জন ক্রিকেটার কিনতে পারবে। এর মধ্যে বিদেশি ক্রিকেটার হতে পারেন ২২ জন। সবচেয়ে বেশি ২ কোটি টাকা বেস প্রাইস রেখেছেন ১০ জন। এঁরা হলেন কেদার যাদব, হরভজন সিং, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, স্টিভেন স্মিথ, মইন আলি, স্যাম বিলিংস, লিয়াম প্লাঙ্কেট, জ্যাসন রয়, মার্ক উড, শাকিব আল হাসান, কলিন ইনগ্রাম। দেড় কোটির বেস প্রাইস রেখেছেন ১২ জন। ১১ জন ক্রিকেটার বেস প্রাইস রেখেছেন ১ কোটি। ৭৫ লক্ষ টাকা বেস প্রাইস ১৫ জনের। ৬৫ জনের বেস প্রাইস ৫০ লক্ষ। বাকিদের বেস প্রাইস ২০ লক্ষ টাকা। এর ২০ লক্ষ টাকা বেস প্রাইসে আছেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। বাংলা দলের ৭ জন ক্রিকেটার এবার নিলামে উঠছেন। এঁরা হলেন অনুস্টুপ মজুমদার, অভিমণ্যু ঈশ্বরণ, প্রয়াস রায় বর্মণ, আকাশদীপ, সায়ন ঘোষ, বিনেক সিং এবং আমির গনি।তিনি কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকরের ছেলে। ক্রিকেটার হিসেবে এখনও সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁর প্রতি সমর্থকদের আগ্রহ নেহাত কম নয়। এবারে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সুযোগ পাওয়ার সুবাদে আইপিএলের নিলামে নাম লেখাতে পেরেছেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। তারপর থেকে জল্পনা শুরু হয়েছে আইপিএলে কি দল পাবেন শচীনপুত্র? পেলেও কোন দল তাঁকে কেনার আগ্রহ দেখাবে? সম্ভাবনা সব থেকে বেশি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। অর্জুন মুম্বইয়ের ছেলে। বাবা শচীন এই দলের হয়ে খেলেছেন চার মরশুম। অবসরের পর মুম্বইয়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডারও ছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। সমর্থকরা চাইছেন অর্জুনও খেলুন মুম্বইয়ে। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় মুম্বইয়ের তরফে সমর্থকদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আসন্ন নিলামে কোন কোন ক্রিকেটারকে নেওয়া উচিত দলের? যার জবাবে অধিকাংশ সমর্থকই নাম বলেছেন অর্জুন তেণ্ডুলকরের। অন্য অনেক ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার কথা বললেও কমবেশি প্রায় সকলই অর্জুনের নাম বলেছেন। আসলে অর্জুন আগেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত আইপিএলেও দলের সঙ্গে আরব আমিরশাহী গিয়েছিলেন অর্জুন। সেখানে ছিলেন দলের রিজার্ভ পেসার হিসেবে। তবে, মুম্বইয়ের হয়ে অভিষেক না হওয়ায় নিলামে ওঠার সুযোগ পাননি। এবারই সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছেন বাঁহাতি এই পেসার। সেই সুবাদেই নাম উঠেছে নিলামে। সমর্থকদের প্রত্যাশা, বাবার কর্মভূমি মুম্বই থেকেই শুরু হবে অর্জুনের আইপিএল সফর। নিলামে অর্জুন নিজের দাম রেখেছেন ২০ লক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই যে কোনও দলই তাঁকে কিনতে পারে। কিনতে পারে মুম্বইও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে অর্জুনের রেকর্ড তেমন কিছু নয়, তাই তাঁকে আদৌ মুম্বই দলে নেবে কিনা সেটাই দেখার।

GOVERNMENT OF TRIPURA
JOINT RECRUITMENT BOARD, TRIPURA
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING
AGARTALA : TRIPURA

No.F.10 (28)/DESMP/ESTT/2020/ **132.**

NOTICE

As per Government Decision, the earlier Advertisement No. 03/2020 published by Joint Recruitment Board, Tripura, under this Directorate vide No.F.10 (28)/ DESMP/ ESTT/2020/4482 dated 6th December 2020 for the recruitment of 500 post of Agri. Assistant, 209 post of Junior Multi Tasking Operator, 209 post of Junior Operator (Pump) which was postponed vide corrigendum F.No.10(28)/DESMP/ESTT/2020/4976 dated 28th December 2020 is hereby withdrawn.

Sd/- Shri Shyamal Bhattacharya
Member Secretary, JRBT

ICA-D-1482/21

ভারতের বিরুদ্ধে টি ২০ দৈরথে সেরা দল আনছে ইংল্যান্ড

নয়াদিল্লী, ১২ ফেব্রুয়ারী।। আসন্ন টি ২০ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড ভারতের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে , ভারতের বিরুদ্ধে টি ২০ খেলাতে এওন মর্গ্যানের নেতৃত্বে সেরা দল গঠন করা হবে।ভারত ও ইংল্যান্ডের ৫ টি টি ২০ ম্যাচ হবে যথা ক্রমে মার্চের ১২,১৪,১৬,১৮ এবং ২০ তারিকে এবং সব কটা খেলা হবে আহমেদাবাদের নতুন মোতেরা স্টেডিয়ামে।মরগানের নেতৃত্বে নতুন দল উ২৬ সে ফেব্রয়ারি রওয়ানা দেবে ভারতের উদ্দেশ্যে।

বিজ্ঞপ্তী

২০২০-২১, এবং ২০২০-২২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আই, টি, আই কৈলাশহরের নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন ট্রেড সমূহে নির্দিষ্ট category তে কিছু শূন্য আসনের জন্য পুনরায় ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

Sl. No	Name of trade	Vacant of seats	ST	SC	UR	Remarks
1	Desk Top Publishing Operator (DTPO)	02	02	-	-	
2	COPA	01	-	-	01	
3	Medical Electronics	04	04	-	-	
4	Mechanic Refrigeration & Air Conditioning	06	04	02	-	
5	Information Communication Technology System Maintenance (ICTSM)	05	05	-	-	
6	Mechanic Consumer Electronic Appliance	16	11	05	-	
7	Electronics Mechanics	02	02	-	-	

*PH সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী

১। দরখাস্ত জমা দেওয়ার তারিখ এবং সময় : ১৫/০২/২০২১, সকাল ১১:০০ টা থেকে ২:০০ পর্যন্ত।
২। কাউন্সেলিং এর তারিখ এবং সময় : ১৫/০২/২০২১ ইং বিকাল ২:৩০ টা থেকে ৫:০০ পর্যন্ত
৩। কাউন্সেলিং এর স্থান : আই টি আই কৈলাশহর
৪। কাউন্সিলিং এর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কাউন্সিলিং এর জন্য বিবেচিত প্রার্থীদের স্বশরীরে সমস্ত Original Certificate সহকারে উপস্থিত থাকতে হবে।
৫। কাউন্সিলিং চলাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে। কাউন্সিলিং এর জন্য মেধা তালিকা অনুসারে নাম ডাকার পর যদি কোন প্রার্থী কাউন্সিলিং বোর্ডে এর সামনে এসে হাজির না হয় , সেই ক্ষেত্রে তাকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তি জনকে সুযোগ দেওয়া হবে।
৬। কাউন্সিলিং এ আসন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনেই Caution Money ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা নগদ , ০২ কপি Passport size photo, Madhyamik Admit, Marksheet, Certificate, PRTC, Caste Certificate, Aadhaar card, Bank Passbook ও সমস্ত Certificate এর Self attested photocopy সহকারে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তি আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
৭। ভর্তির নিয়মাবলি শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদন পত্রের নমুনা আই,টি,আই, কৈলাশহরের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
৮। বিস্তারিত তথ্যাদি জানার জন্য যোগাযোগ :- ০৩৮২৪-২২২২১৭

বিঃদ্রঃ- আবেদনকারী সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা কাউন্সিলিং-এর দিন নির্দিষ্ট সময়ে যেন আই, টি, আই, কৈলাশহর- এ Report করে। এক বার নাম ডাকার পর কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে, তাকে ভর্তির জন্য বাতিল হিসাবে গন্য করা হবে।

অধ্যক্ষ
আই, টি, আই, কৈলাশহর
উনকোটি ত্রিপুরা

ICA-D-1476/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 08/EE/WR-III/UDP/2020-21 DATE: 09.02.2021

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No. 38/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	9,66,948.00 9,669.00	3(Three) months	Up to 15.00 Hrs on 02.03.2021	At 16.00 Hrs on 03.03.2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIT No. 39/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	9,55,300.00 9,553.00	3(Three) months				
3	DNIT No. 40/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	4,98,685.00 4,957.00	3(Three) months				
4	DNIT No. 41/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	12,34,457.00 12,345.00	6(six) months				
5	DNIT No. 42/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	4,97,924.00 4,979.00	6(six) months				
6	DNIT No. 43/EE/WR-III/UDP/DNIeT/2020-21	5,20,738.00 5,207.00	3(Three) months				

N.B: The details notice can be seen in the office of the [i] Superintending Engineer, W.R. Circle No.III, Udaipur [ii] Executive Engineer, W.R. Division No.III, Udaipur [iii] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.I, Udaipur [iv] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division No.II, Udaipur and [v] Assistant Engineer, W.R. Sub-Division, Amarpur during office hours.
The details notice can also be seen at website : www.tripura.nic.in and / or www.tripurainfo.com

ICA-C-3176/21

(Er. M. Mog)
Executive Engineer
Water Resource Division-III
Udaipur, Gomati, Tripura

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক চাপে গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস মায়ানমারের

নে পি দ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নিরস্ত্র প্রতিবাদীদের উপর গুলি চালানোর ঘটনায় জড়িত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মায়ানমার প্রশাসন। যদিও সরকারের সেই আশ্বাস কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। মুলত আন্তর্জাতিক চাপের মুখেই পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মায়ানমার প্রশাসন।

চলতি মাসের শুরুর দিকে কউন্সিলর আং সান সু কি ও গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধিদের গ্রেফতা করে এক বছরের জন্য মায়ানমারের জরুরি অবস্থা জারি করে সেনাবাহিনী।। ফলে সামরিক শাসনে কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে গণতন্ত্রের। মায়ানমারে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে অহিংস প্রতিবাদের অধিকার সবই কেড়ে নিয়েছে সামরিক জুন্টা। তারপর থেকেই রাজধানী নে পি দ ও ইয়াঙ্গন-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে গণবিক্ষোভ। প্রতিবাদের আগুন যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে তাই ফেসবুক, টুইটার-সহ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া সাইট বন্ধ করে দিয়েছে সামরিক প্রশাসন। নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবাও। কিন্তু এতকিছুর পরও রাস্তায় নেমে সু কি'র মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করছে মানুষ। গত মঙ্গলবারও এমনই এক মিছিলে বিনা প্ররোচনায় জলকামান ও গুলি চালায় পুলিশ। পুলিশের গুলিতে গুরুতর আঘাত পান ম্যাট থেট খাইন নামের ১৯ বছরের এক তরুণ। তাঁর দিদি হুংকার দিয়েছেন, সামরিক শাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন।

এই ঘটনার পর বিশ্বজুড়ে বয়ে গিয়েছে সমালোচনার ঝড়। আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত-সহ একাধিক দেশ সু কি'র মুক্তির দাবি জানিয়েছে। ফলে চাপের মুখে কিছুটা সুর নরম করেছে দেশটির সামরিক প্রশাসন। এই ঘটনায় মানবাধিকার রক্ষা সংক্রান্ত সিপিআরএইচ নামের একটি কমিটি গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্তের আশ্বাস দিয়েছে। ২০২০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় এই কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, গণতন্ত্রকামীদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছে তারা।

তবে বিশ্লেষকদের মতে, সামরিক শাসনে নিরপেক্ষ তদন্ত কার্যত অসম্ভব। সেনার নির্দেশ না পেলে মায়ানমারে আপাতত কোন কাজেই হাত দেওয়া যাবে না।

টেক্সাসের পিছল রাস্তায় পরস্পরকে ধাক্কা ১৩০টি গাড়ির, অন্তত ৬ জনের মৃত্যু

নিউইয়র্ক, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বড় দুর্ঘটনা আমেরিকায়। শীতকালীন ঝঞ্ঝা শার্লির দাপটে টেক্সাসের পিছল রাস্তায় ১৩০টি গাড়ি পরস্পরকে ধাক্কা মারে। তার ফলে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু বেশি।

ঝড়ের কারণে রাস্তায় বরফের পাতলা আস্তরণ জমে গিয়েছিল। তার ফলে টেক্সাসের রাজপথে পিছলে যায় শতাধিক গাড়ি। তারা পরস্পরকে ধাক্কা মারায় কার্যত জট পাকিয়ে যায়। প্রায় দেড় মাইল রাস্তা জুড়ে গাড়িগুলিকে এলোমেলো পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে উদ্ধারকাজ শুরু করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি ট্রাক কীভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্রমশ ঢালু পথে নেমে এসে ধাক্কা মারছে। তার ঠিক পিছনে থাকা গাড়িটিও এসে ধাক্কা মারে ট্রাকটিকে। একে একে আরও অসংখ্য গাড়ি একে অপরের পিছনে ধাক্কা মারতে দেখা যায় ভিডিওটিতে।

দমকলকর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন। বহু ব্যক্তিই আটকে রয়েছেন গাড়ির মধ্যে। একে একে তাঁদের বের করা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন এক অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা সংস্থার মুখপাত্র ম্যাট জাভাদস্কি জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে অন্তত ৬৫ জনের অবস্থায় আশঙ্কাজনক। বরফের কারণে রাস্তা অত্যন্ত পিছল হয়ে রয়েছে বলে জানাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

তপোবনে বিপর্যয়ের ৬ দিন পরও জীবিত অবস্থায় উদ্ধার ২ নিখোঁজ ১৬৮

চামোলি , ১২ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তপোবনে বিপর্যয়ের ছয়দিন পরে জীবিত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে নদীর পাড় থেকে উদ্ধার হল দুটি মৃতদেহও। এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৮-এ। এখনও নিখোঁজ ১৬৮ জন।

তপোবনের দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে জমে থাকা কাদামাটি ও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকার্য চালাতে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় বুধবার মধ্যরাত থেকেই ড্রিল করে সুড়ঙ্গে ফুটো করার কাজ শুরু করে উদ্ধারকারী দলগুলি। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালেই সুড়ঙ্গ থেকে হুড়মুড়িয়ে জল বেরিয়ে আসতে শুরু হলে প্রায় একঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায় উদ্ধারকার্য। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়াতেও চিন্তা বাড়ে উদ্ধারকারী দলগুলির। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সীমিত সংখ্যক কর্মী নিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করা হয়। বিপর্যয়ের ছয়দিন পর শুক্রবার চামোলির জেলাশাসক স্বাতী ভাদোড়িয়া জানান, এখনও অবধি মোট ৩৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং জীবিত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। যে ২০৪ জন নিখোঁজ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৩৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও ১৬৮ জন নিখোঁজ রয়েছেন। এদিন তপোবনের যে সুড়ঙ্গে উদ্ধারকার্য চালানো হচ্ছিল, তারই ১২ মিটার নিচে অবস্থিত আরেকটি ছোট সুড়ঙ্গে ড্রিল করা শুরু হবে। আশা করা হচ্ছে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব মিলতে পারে।

পরিবেশবান্ধব পদক্ষেপে ভারতে বিনিয়োগের লোভনীয় পরিবেশ রয়েছে ঃ আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারত এখন পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের ওপরে জোর দিচ্ছে। এর ফলে 'রেড হট ইনভেস্টমেন্ট অপারচুনিটি' সৃষ্টি হয়েছে সেই দেশে। বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আবহাওয়া দফতরের বিশেষ দূত কেরি। তিনি বলেন, তাঁরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চান। তাঁর কথায়, "পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আগামী দিনে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। গত কয়েকবছর আমরা কয়েকটি ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। ভারত ও আমেরিকা, দু'টিই গণতান্ত্রিক দেশ। উভয়ে যদি হাত মিলিয়ে কাজ করে, তাহলে অনেক লক্ষ্যই অর্জন করা যাবে।"

এর পরেই কেরি বলেন, "ভারত যেভাবে পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের ওপরে জোর দিচ্ছে, তাতে বলা যায়, ওই দেশে রেড হট ইনভেস্টমেন্ট অপারচুনিটি" সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কেরি বলতে চেয়েছেন, ভারতে বিনিয়োগের লোভনীয় পরিবেশ রয়েছে। তিনি শীঘ্রই ভারতে আসতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষ যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, তার মোকাবিলা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে ভারত। বাইডেন প্রশাসন মনে করে, জলবায়ুর পরিবর্তন ঠেকাতে না পারলে মানবজাতির অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়বে।

যাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসছে তাঁরা দ্রুত চলে গেলেই ভাল, দীনেশ ত্রিবেদীর ইস্তফায় মন্তব্য সুখেন্দুশেখরের

নয়াদিল্লি, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): যাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসছে তাঁরা দ্রুত চলে গেলেই ভাল, এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। ভোটের মুখে শুক্রবার তৃণমূলকে ধাক্কা দিয়ে রাজ্যসভা থেকেসাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী ইস্তফা দেওয়ায় এই মন্তব্য করেন আরেক সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এদিন দলে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, তাই অন্তরাত্মার কথা শুনে ইস্তফা দেওয়ার কথা বলেছেন দীনেশ। যা নিয়ে দীনেশকে পাল্টা খোঁচা দিয়ে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, এত ঘন ঘন দমবন্ধ হয়ে আসলে তো খুব চিন্তার ব্যাপার। সেই সঙ্গে তিনি বিষয়টিকে পূর্ব পরিকল্পিত বলেও দাবি করেছেন।

এদিন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুখেন্দুশেখর। বলেছেন, "রাজ্যসভায় বাজেটের উপর তৃণমূলের দুজনের বলার কথা ছিল। দীনেশের বলার কথা ছিল না। কিন্তু অধিবেশন শুরু পর শাসকদল বিজেপিকে ম্যানেজ করে বলার জন্য সময় বরাদ্দ করেছেন দীনেশ। আগেই সব ঠিকঠাক করা ছিল, নাহলে ডেপুটি চেয়ারম্যান তাঁকে সময় দিতে পারেন না আচমকা। যাঁদের দমবন্ধ হয়ে আসছে তাঁরা দ্রুত চলে গেলেই ভাল, এতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না।"

শুখেন্দুশেখরবাবুর কটাক্ষ, 'ওনার তো মাঝে মাঝেই দম বন্ধ হয়ে আসে। লোকসভায় হারার পর দম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে পড়ে রাজ্যসভার টিকিট পেয়েছিলেন। এখন আবার ওনার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এর পর কোনও দিন মোদীর অবস্থা খারাপ দেখলে ওনার আবার দম বন্ধ হতে পারে। এত দম বন্ধ হলে তো মুশকিল।'

এবার ভুয়ো ওয়েবসাইটের কবলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক তদন্তের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, , ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মত ভুয়ো ওয়েবসাইট তৈরি করে কোভিড---১৯ সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকাকরণের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। শুক্রবার বিষয়টি নজরে আসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। ভারতের টিকাকরণ পদ্ধতি নিয়ে মানুষের মধ্যে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানোর জন্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অবিলম্বে ওয়েবসাইটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকী এই ভুয়ো ওয়েবসাইটের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই বিষয়ে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'দয়া করে সতর্ক থাকুন। এ ধরনের ভুয়ো ওয়েবসাইটের উপর বিশ্বাস রাখবেন না।' ভুয়ো ওয়েবসাইটটি একেবারে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড---১৯ ড্যাশবোর্ডের ধাঁচে তৈরি করা। সেখানে ভুয়ো লিঙ্ক তৈরি করে ভ্যাকসিনের জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে। এমনকী ওই ওয়েবসাইটে টিকাকরণের জন্য ৪ থেকে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেছে। যা সন্দেহ হয় অনেকের এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকেরও নজরে আসে।

এদিন মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কো—উইন ও আরোগ্য সেতু অ্যাপ ছাড়া অন্য কোনও অ্যাপ তৈরি করেনি মন্ত্রক। বিশেষ করে টিকাকরণের রেজিস্ট্রেশনের জন্যও অন্য কোনও ওয়েবসাইট বা অ্যাপ নেই। তবে এটাই প্রথমবার নয়, দেশে করোনা টিকাকরণ শুরু হওয়ার পাশাপাশি প্রতারণামূলক কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়। কো—উইন অ্যাপ বাজারে আসার আগে একই নামে ভুয়ো অ্যাপ খোলা হয়েছিল। আর তাতে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত হয়। তবে সেই অ্যাপও সফল হয়নি।

প্যাঙ্গং-এর পাহাড়ি এলাকা থেকে সরছে লাল ফৌজ

লাদাখ, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্যাঙ্গং-এর পাহাড়ি এলাকা থেকে শৃঙ্খলা বজায় রেখেই সেনা সরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে পিপলস লিবারেশন আর্মি। চুসুল সীমান্তে ভারত-চিন নবমতম সেনা কম্যান্ডার পর্যায়ের বৈঠকের পরেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে চিনের সংবাদমাধ্যম।

ভারতীয় সেনা সূত্র জানাচ্ছে, স্পর্শকাতর দেপসাং ভ্যালি থেকে সেনা সরানোর প্রশ্নই নেই, বরং গোগরা ও গালওয়ান উপত্যকা থেকে ধাপে ধাপে সেনা সরিয়ে নেওয়া প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গত এপ্রিল-মে মাস থেকে পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ঢিল ছোড়া দূরত্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'দেশের সেনা। ঘটেছে একাধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। সীমান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এর আগে একাধিকবার সেনা সরিয়ে নেওয়া বা ডিসএনগেজমেন্টের কথা বলেছিল দুই দেশই। চিন সেনা সরানোর প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা হয়নি। বরং সীমান্তে অতিরিক্ত সেনা ও যুদ্ধাস্ত্র মোতায়েন করে ফের আগ্রাসনের চেষ্টা করেছে। তবে শেষবারের বৈঠকের পরে চিন দাবি করেছে, দু'পক্ষই দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করার প্রশ্নে সম্মত হয়েছে। গোগরা হটস্প্রিং ও গালওয়ান উপত্যকা থেকে ২ কিমি করে মোট ৪ কিলোমিটার এলাকায় তৈরি হবে বাফার জোন। ওই এলাকায় টহল দিতে পারবে না কোনও দেশের বাহিনীই। সামরিক অস্ত্রও মোতায়েন করা যাবে না।

ভারতীয় সেনা সূত্র জানাচ্ছে, গালওয়ানের ১৫ নম্বর পেট্রোলিং পয়েন্ট যেখানে দুই দেশের বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল, সেখান থেকে ধাপে ধাপে সেনা সরাতে রাজি হয়েছে দুই দেশই। তবে দেপসাং ভ্যালি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। প্যাঙ্গং রেঞ্জের পরে এই দেপসাং ভ্যালিতেই নজর চিনের সেনার। তাই সেখানে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করে রেখেছে ভারত। আধুনিক যুদ্ধট্যাঙ্ক ও মিসাইলও মোতায়েন করে রেখেছে ভারতের বাহিনী।

পূর্ব লাদাখে এই দেপসাং ভ্যালির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভৌগোলিক গুরুত্ব তো বটেই সামরিক দিক থেকেও ওই এলাকা কখনও হাতছাড়া করতে চাইবে না ভারত। ১৬ হাজার ৪০০ ফুট উচ্চতায় ৯৭২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দেপসাং ভ্যালি। উপগ্রহ চিত্র দেখিয়েছে, অগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাস অবধি, নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় নতুন করে সেনা মোতায়েন করছে চিন। রাস্তাও তৈরি করেছে। দেপসাং ভ্যালিতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে নীচে ডেমচক অবধি এলাকায় কর্তৃত্ব করতে পারবে লাল সেনা।

একদিকে সিয়াচেন গ্লেসিয়ার, অন্যদিকে চিনের নিয়ন্ত্রণে থাকা আকসাই চিনএই দুইয়ের মাঝে রয়েছে দেপসাং ভ্যালি। ভারতের সাব সেক্টর নর্থ তথা এসএসএনের মধ্যে পড়ে দেপসাং। এই এলাকার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল একদিকে উচ্চতম সিয়াচেনের সীমান্তের নাগাল পাওয়া যাবে, অন্যদিকে আকসাই চিন লাগোয়া দৌলত বেগ ওল্ডি হয়ে ভারতে ঢোকার রাস্তা সহজ। এই দৌলত বেগ ওল্ডি এখন ভারতের সেনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাই দেপসাং কব্জা করতে পারলে চিনের সেনাকে পেরিয়ে ভারত আর এই এলাকায় টহল দিতে পারবে না। ফলে দেপসাং ভ্যালিকে মাধ্যম করে একদিকে গালওয়ান ও অন্যদিকে প্যাঙ্গং হ্রদের পাহাড়ি এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের রাস্তা সহজ হবে চিনের বাহিনীর কাছে। ভারতীয় সেনা সূত্র বলছে, দেপসাং এলাকা এখন পুরোপুরি ভারতের নিয়ন্ত্রণে আছে। ওই এলাকায় কোনওভাবেই নাক গলাতে দেওয়া যাবে না চিনকে।

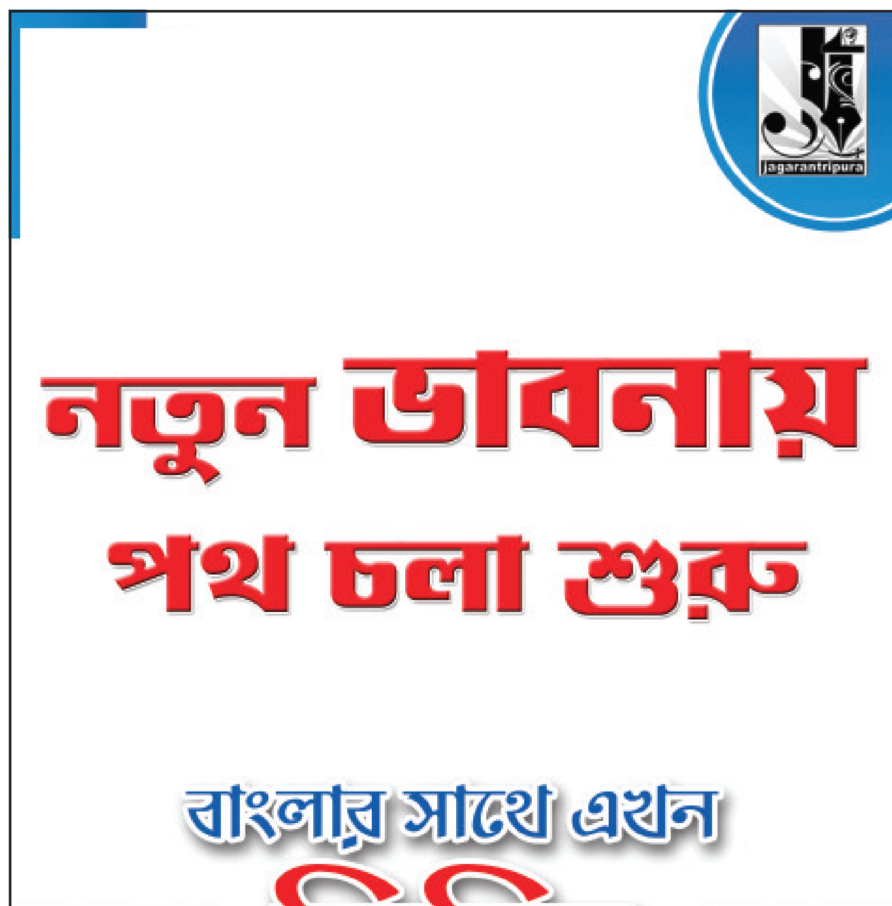

উগ্র মিজোদের হামলা ও জমি জবরদখলের চেষ্টা, অসমের ৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের দাবি উদ্বিগ্ন 'আমরা বাঙালি'র

শিলচর (অসম), ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মিজোরাম সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে অসমের দক্ষিণ হাইলাকান্দির ঘাড়মুড়া, ঝালনাছড়া, গল্লাছড়া, মুল্লিয়ালা, কচুরতল সহ আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী অন্যান্য গ্রামে উগ্র মিজো সংগঠনগুলোর হামলা ও জমি জবরদখলের চেষ্টায় উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে 'আমরা বাঙালি'। মিজো দুর্বৃত্তদের আক্রমণে দক্ষিণ অসমের হাইলাকান্দি জেলার ওই সব গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত ৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে দল।

আমরা বাঙালির অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ এ ঘটনায় উদ্বেগ করে বলেছেন, মিজোরাম সরকারের মদতেই বিভিন্ন মিজো উগ্রবাদী সংগঠন গত ৯ ফেব্রুয়ারি বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দি জেলার কচুরতল সহ ঘাড়মুড়া, ঝালনাছড়া, গল্লাছড়া, মুল্লিয়ালা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলের ৭০টির বেশি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে কয়েকশো মানুষকে উচ্ছেদ করে বিস্তৃত এলাকার দখল নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী এলাকার করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও কাছাড় জেলায় মিজো সন্ত্রাসবাদীরা বাঙালিদের জমিতে দখলদারি চালিয়েছে। সাধনবাবু স্পর্শকাতর এ বিষয়ে অসম সরকারের রহস্যজনক নীরবতা পালনের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কাছাড়ের আন্তঃরাজ্য সীমান্তের তিন কিলোমিটার বেশি জমি মিজোদের দখলে চলে গেছে। কাছাড় জেলার লায়লাপুর এলাকায় দুটি স্কুল বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে মিজো দুষ্কৃতীরা। ইন্তাজ আলি নামের এক ব্যক্তিকে সীমান্ত অঞ্চল থেকে অপহরণ করে মিজো পুলিশের সহযোগিতায় খুন করা হয়েছে। এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও অসম সরকার নির্বাক ভূমিকা পালন করছে। এর কারণ হিসেবে অসম সরকারের বাঙালি বিদ্বেষী মনোভাবের চিত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

তাই অসম সরকারের বরাক উপত্যকার বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা রক্ষার কোনও আন্তরিকতা চোখে পড়েনি, অভিযোগ সাধন পুরকায়স্থের। সামান্য যা কিছু করছে সরকার তা সবই লোক দেখানো ভাওতাবাজি বলে তিনি আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, অতীতে অনেক অসমিয়া বুদ্ধিজীবী অবিভক্ত কাছাড় জেলাকে অসমের ক্যানসার বলে উল্লেখ করে কেটে ফেলার সুপারিশ করেছিলেন। সুতরাং সহজ এই সত্যটা আনুধাবন করে নিজস্ব জমি রক্ষায় বাঙালি হিসেবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল বাঙালির কাছে আহ্বান জানাচ্ছেন 'আমরা বাঙালি'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

সাধনের দাবি, অবিলম্বে অসম সরকার বাঙালি অধ্যুষিত বরাক উপত্যকার যে সকল জমি মিজোদের দখলে চলে গেছে সে-সব জমি পুনরুদ্ধার এবং গত ৯ ফেব্রুয়ারি মিজো দুষ্কৃতীরা হাইলাকান্দি জেলার যে ৭০-এর অধিক সংখ্যক বাঙালির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের পুনর্বাসন এবং ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় সারা বাঙালি জনগোষ্ঠী বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবে বলে হুমকি দিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।